Contents

দ্বাদশ বর্ষ

৪র্থ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

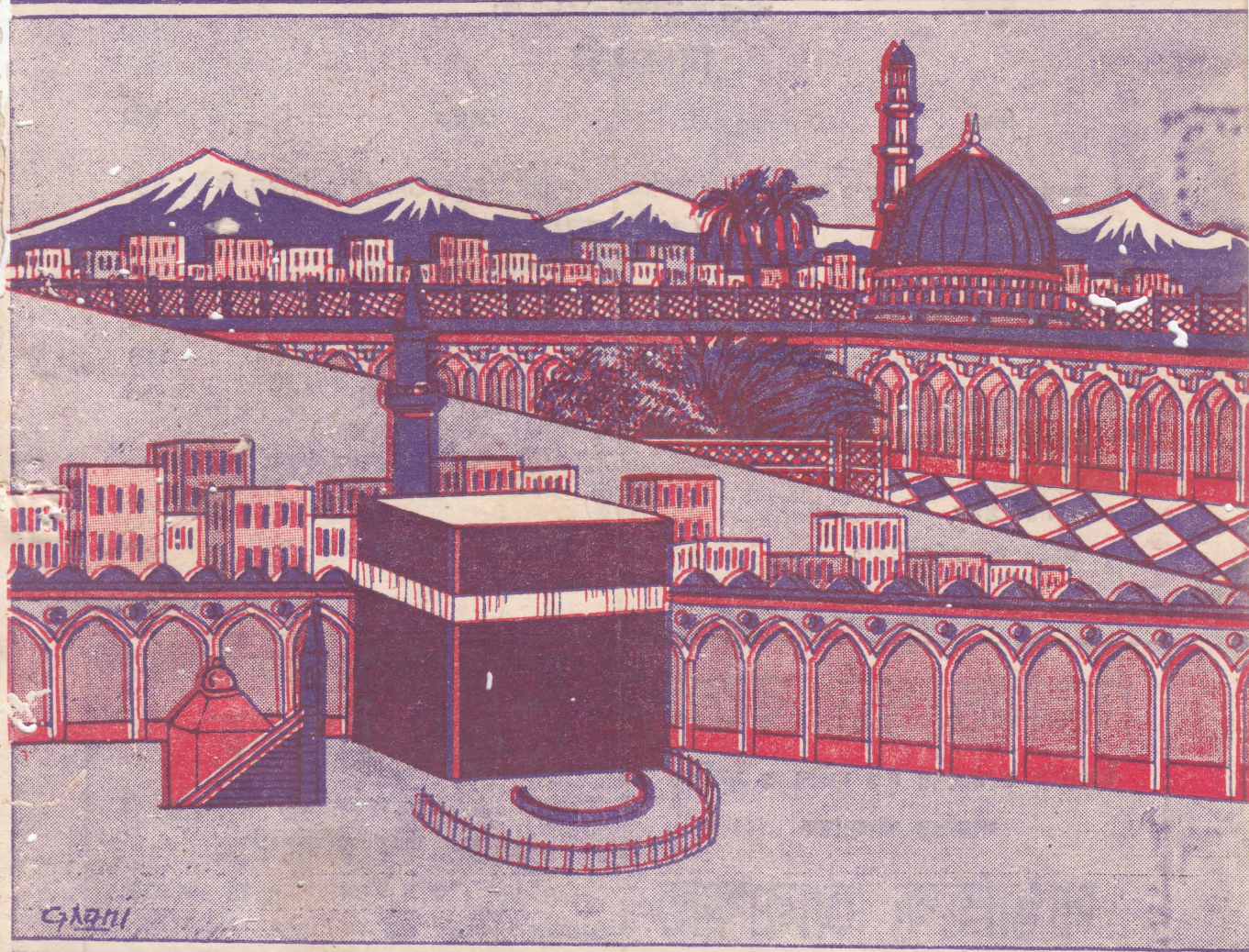

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

সম্পাদক
শাইখ আবদুর রহীম এম এ, বি এল, বি টি

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬: ৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

দ্বাদশ বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা

ফাল্গুন-চৈত্র—১৩৭১ বাং　　মার্চ—১৯৬৫ ইং

শাওয়াল-যুলক্বদ—১৩৮৪ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআন মজীদের অনুবাদ ও তফসীর	(তফসীর) শাইখ আবদুর্‌রহীম, এম-এ, বি-এল, বি-টি ;	১৪৯
২। মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(হাদীস-অনুবাদ) আবূ ইউসুফ দেওবন্দী	১৫৪
৩। পুনর্গঠন ও আমাদের সাহিত্য (প্রবন্ধ)	আজহারুল ইসলাম	১৫৯
৪। 'শিরক' এবং মানুষের কর্ম ধারার উপরে 'শিরক'-এর প্রভাব	(আলোচনা) অধ্যাপক শাইখ আবদুর রহীম	১৬৪
৫। কবি আকবর এলাহাবাদী (অনুবাদ)	এম মওলা বখশ নদভী	১৭৩
৬। মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর সাহিত্য কর্ম	(ইতিহাস ও জীবনী আলোচনা) মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১৭৯
৭। সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়) সম্পাদক	১৯২
৮। জমঈয়তের প্রাপ্তি-স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	১৯৫

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৮ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০　ষান্মাষিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৩শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ
জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

আহলেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

দ্বাদশ বর্ষ	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ, রমযান-সওওয়াল ১৩৮৪ হিঃ, পৌষ-মাঘ পৌষ ১৩৭১ বংগাব্দ	**চতুর্থ সংখ্যা**

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير القران العظيم

কুর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

শাইখ আবদুর রহীম এম.এ, বি.এল বি.টি, ফারিগ-দেওবন্দ

٢٨٢ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا
تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ
وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ وَلَا يَاْبَ

২৮২। ওহে মুমিনগণ, তোমরা যখন কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পরে ঋণ লেন-দেন কর তখন তোমরা উহা লিখিয়া লইও। আর লিখকের উচিত, সে যেন তোমাদের পরস্পরের ব্যাপারটি ন্যায় সহকারে লিখে এবং লিখককে আল্লাহতা'আলা যেভাবে লিখিতে শিক্ষা দিয়াছেন

www.ahlehadeethbd.org

كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ،
وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ
رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، فَاِنْ كَانَ
الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ
لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ
بِالْعَدْلِ، وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ، فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا
الْاُخْرٰى، وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوْا،
وَلَا تَسْئَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا
اِلٰى اَجَلِهٖ، ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ
وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا اِلَّا

সে সে যেন সেই ভাবে লিখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ না করে বরং সে যেন লিখিয়া দেয়।

আর [লেন-দেন ব্যাপারে] যাহার উপর দায়িত্ব বর্তে সে যেন তাহার কথা [লিখককে] বলিয়া দেয় এবং [তাহাদের প্রত্যেকে যেন] নিজ রাব্বকে সমীহ করতঃ দায়িত্বের কিছুমাত্র কমবেশী না করে। কিন্তু যাহার উপর দায়িত্ব বর্তে সে যদি বোকা অথবা অপটু হয় অথবা সে যদি নিজে [নিজ দায়িত্বের কথা] বিবৃত করিতে না পারে তবে তাহার অভিভাবক উহা ন্যায় সহকারে বিবৃত করিবে।[286]

আর তোমরা তোমাদের পুরুষ লোকদের মধ্য হইতে দুইজন লোককে সাক্ষী করিও। যদি দুইজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ লোক এবং এমন দুইজন স্ত্রীলোক [সাক্ষী রাখিও] যাহাদিগকে তোমরা সাক্ষী হিসাবে পছন্দ করিয়া থাক এবং ঐ স্ত্রীলোক দ্বয়ের একজন ভুলিয়া গেলে অপর জন যেন তাহাকে স্মরণ করাইতে পারে।

আর সাক্ষীদিগকে যখন ডাকা হইবে তখন তাহারা যেন সাক্ষ্যদানে আপত্তি না করে।

আর ঋণ সামান্যই হউক অথবা অধিকই হউক উহার নির্ধারিত সময় লিখিতে তোমরা শৈথিল্য করিও না।

আল্লার নিকটে ইহাই ন্যায়তম [নীতি] সাক্ষ্য সম্পর্কে ইহা সুদৃঢ়তম [পন্থা] এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হইবার পক্ষে ইহা নিকটতম [অবলম্বন]।

২৮৬। আয়াতঅংশটির তাৎপর্য এই—ঋণ গ্রহণকারী দলীল সম্পাদন করিবে। সে যদি সাবালক, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হয় তাহা হইলে সে লিখককে ঋণের বিবরণ জানাইবে। কিন্তু সে যদি বিচক্ষণ না হয় অথবা সে যদি নাবালক বা অতি বৃদ্ধ হয় অথবা তাহার যদি ভাষা জ্ঞান না থাকে বা সে যদি বোবা হয় তাহা হইলে তাহার অভিভাবক ঋণের বিবরণ লিখককে জানাইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ

وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ

بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

٢٨٣ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ

تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ

بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ

وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

٢٨٤ لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ

কিন্তু তোমাদের এই লেন দেন ব্যাপারটি যদি এমন চালু ব্যবসা হয় যে, তোমরা উহা হাতে হাতে কারবার করিতে থাক তাহা হইলে তোমরা যদি না লিখ তাহাতে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না।[২৮৭]

আর তোমরা যখন বেচা কেনা কর তখনও সাক্ষী রাখিও।

লিখক ও সাক্ষীর উচিত তাহারা যেন {পক্ষদের} ক্ষতিগ্রস্ত না করে। এবং পক্ষগণ কর্তৃক যেন ক্ষতিগ্রস্তও না হয়। তোমরা যদি ইহা কর তাহা হইলে উহা তোমাদের পক্ষে অধর্ম হইবে। আর আল্লাকে সমীহ কর: আল্লাহ তোমাদিগকে শিক্ষা দেন এবং আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে অবহিত থাকেন।

২৮৩। আর তোমরা যদি সফর রত থাক এবং কোন লিখক না পাও তাহা হইলে বন্ধক রূপে গ্রহণযোগ্য দ্রব্য গচ্ছিত রাখিবে। অনন্তর, তোমাদের কেহ যদি অপর কাহারও সততা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় তাহা হইলে [বন্ধকের প্রয়োজন হয় না এবং সে ক্ষেত্রে] যাহার সততায় আস্থা রাখা হয় সে যেন নিজ সততা [রক্ষা করতঃ ঋণ] পরিশোধ করে। এবং নিজ রব্ব —আল্লাহকে সমীহ করিয়া চলে।

আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না। কেননা, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন করে সে এমন একজন যাহার অন্তর পাপী। আর তোমরা যাহা কিছু কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ অবহিত থাকেন।

২৮৪। যাহা কিছু আসমানে রহিয়াছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে রহিয়াছে সবই একমাত্র

২৮৭। আয়াত অংশটির তাৎপর্য এই—চলতি কারবারের লেনদেনের জন্য দলীল করিবার প্রয়োজন হয় না। লেন দেন স্মরণ রাখিলে অথবা লিখিয়া রাখিলেই চলে।

www.ahlehadeethbd.org

وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ
يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ
وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ۝

আল্লার। আর তোমাদের অন্তরে যাহা থাকে তাহা তোমরা প্রকাশই কর অথব গোপনই রাখ উহার জন্য আল্লাহ তোমাদের হিসাব লইবেন। অনন্তর, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করিবেন ক্ষম করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করিবেন শাস্তি দিবেন। আর আল্লাহ প্রত্যেক ব্যাপারে ক্ষমতাবান।

٢٨٥ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ
مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝

২৮৫। রসূলের প্রতি তাহার রব্বের নিকট হইতে যাহা নাযিল করা হইয়াছে তাহার যথার্থতায় রসূল ঈমান রাখেন এবং মুমিনরাও। তাহাদের প্রত্যেকে আল্লার প্রতি, তাঁহার মালাইকার প্রতি তাঁহার গ্রন্থগুলির প্রতি এবং তাঁহার রসূলদের প্রতি ঈমান রাখে। [আর বলে] "আমরা আল্লার রসূলদের মধ্যে কোন বিভেদ করি না।" এবং তাহারা বলে, "আমরা [হে আল্লাহ তোমার হুকম] শুনিলাম ও পালন করিলাম। হে আমাদের রব্ব, আপনার ক্ষমা। আর আপনার দিকেই আমাদের পরিণতি।"

٢٨٦ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا

২৮৬। আল্লাহ কাহাকেও তাহার আয়ত্ব ছাড়া অন্য কিছুরই আদেশ করেন না। কেহ ভাল করিলে তাহা তাহার স্বপক্ষে থাকে আর কেহ মন্দ আহরণ করিলে তাহা তাহার বিপক্ষে যায়।

[রসূল ও মুমিনেরা আরও বলে], "হে আমাদের রব্ব, আমরা যদি ভুলিয়া যাই অথবা ভুল কাজ করি তাহা হইলে [উহার জন্য] আপনি আমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না। হে আমাদের রব্ব, আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপরে যে বোঝা চাপাইয়াছিলেন সেইরূপ কোন বোঝা আমাদের প্রতি আরোপ করিবেন না।

www.ahlehadeethbd.org

طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا

وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكٰفِرِيْنَ ۝

হে আমাদের রব্ব, আমাদের প্রতি এমন কোন কিছু চাপাইবেন না যাহা সম্পাদনের শক্তি আমাদের নাই। আর আমাদের দোষ উপেক্ষা করুন, আমাদিগকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন—আপনিই যে আমাদের প্রভু। অতএব, আপনি আমাদিগকে কাফির লোকদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন।[২৮৮]

২৮৮। সূরার শেষ আয়াত দুইটির সম্বন্ধে ইব্‌ন মসউদ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "কেহ যদি রাত্রিকালে সূরা আল-বাকারার শেষ আয়াত দুইটি পড়ে তাহা হইলে ঐ আয়াত দুইটি তাহার [নিরাপত্তার] জন্য যথেষ্ট হয়।—বুখারী ও মুসলিম।

ইব্‌ন আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলেন যে, তাঁহাকে একদা বলা হয় "দুইটি 'নূর' লাভের শুভ সংবাদ গ্রহণ করুন। ঐ নূর দুইটি কেবলমাত্র আপনাকেই দেওয়া হইল। আপনার পূর্বে কোন নবীকে উহা দেওয়া হয় নাই। তাহা হইতেছে (১) সূরা আল্‌-ফাতিহা ও (২) সূরা আল বাকারার শেষ অংশ। ঐ সব হইতে যাহাই আপনি পড়িবেন তাহাই আপনাকে দেওয়া হইবে।"
—মুসলিম।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِ كَلَامِهٖ

আল্লার কালামের তাৎপর্য আল্লাই ভাল জানেন।

وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَّاٰخِرًا

প্রথমে ও শেষে—সর্বাংশে আল্লারই প্রশংসা।

সূরা আল্‌ বাকারা সমাপ্ত।

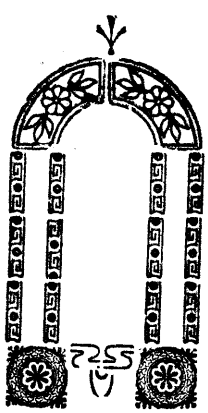

www.ahlehadeethbd.org

মুহম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরাম—বঙ্গানুবাদ

—আবু য়ুসুফ দেওবন্দী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

শরী'আত-গর্হিত কার্যের শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি

بَابُ حَدِّ الزِّنٰى

ব্যভিচারীর শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি

৫০০। (ক) আবূ উমাইয়া মখযূমী রাঃ বলেন, একদা একজন চোরকে রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকটে আনা হইল। সে চুরি করা স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু তাহার কাছে কোন জিনিষপত্র পাওয়া যায় নাই। অনন্তর, রসূলুল্লাহ সঃ তাহাকে বলিলেন,

مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ

"আমার মনে হয় না যে, তুমি চুরি করিয়াছ।" তাহাতে সে বলিল "হঁা, আমি চুরি করিয়াছি।" অনন্তর, রসূলুল্লাহ সঃ তাঁহার ঐ উক্তিটি আরও দুই তিন বার বলিলেন। [এবং সেও বারংবার স্বীকার করিল।][৫]

অতঃপর রসূলুল্লাহ সঃ-র আদেশক্রমে ঐ লোকটির হাত কাটা হইল। তারপর তাহাকে আবার রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট আনা হইলে তিনি বলিলেন,

اِسْتَغْفِرِ اللّٰهَ وَتُبْ اِلَيْهِ

"তুমি আল্লার কাছে মাফ চাও এবং তাঁহার দরবারে তওবা কর।" তাহাতে লোকটি বলিল,

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আমি আল্লার নিকটে মাফ চাহিতেছি এবং তাঁহার দরবারে তওবা করিতেছি।"[৬]

৫। সাক্ষী প্রমাণ না থাকায় চুরি সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার জন্য রসূলুল্লাহ সঃ ঐ লোকটিকে ঐ প্রশ্ন করেন। অথবা অতি ধার্মিক ব্যক্তি কোন বস্তু চুরি করিবার ইচ্ছা করিলে অনেক সময় সে ভাবাবেগে বলিয়া ফেলে: 'আমি তো চুরি করিয়াছিলাম।' এই কারণেও রসূলুল্লাহ সঃ ঐ প্রশ্নটি করিয়া থাকিতে পারেন।

এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, চুরি-অপরাধ সম্বন্ধে স্বীকারোক্তির বলে হাত কাটা দণ্ড জারী করা হইবে।

৬। শরী'অত-গর্হিত কোন অপরাধের জন্য অপরাধীকে যদি শরী'অত-নির্ধারিত শাস্তি দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ শাস্তিভোগের কারণেই সে ঐ অপরাধ-জনিত আখিরাতের আযাব হইতে নাজাত পাইবে অথবা ঐ অপরাধজনিত আখিরাতের আযাব হইতে নাজাত পাইবার জন্য তাহাকে তওবা পড়িতে হইবে—সে সম্বন্ধে ইমামদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। মুতাযিলা দল এবং হানাফী মযহাবের আলিমদের মতে ঐ শাস্তিভোগের কারণে অপরাধীর ঐ অপরাধজনিত গুনাহ মাফ হইবে না। ঐ গুনাহর আযাব হইতে আখিরাতে নাজাত পাইতে হইলে তাহাকে অবশ্যই তওবা পাঠ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, শাফি'ঈ মযহাবের আলিমদের এবং মুহাদ্দিস-দের মতে ঐ শাস্তিভোগের কারণেই ঐ অপরাধ-জনিত শাস্তি হইতে অপরাধী অব্যাহতি পাইবে।

www.ahlehadeethbd.org

তারপর রসূলুল্লাহ সঃ তিন বার বলেন,

اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ

"হে আল্লাহ, নিজ রহমতসহ তাহার দিকে ফিরুন।"[৭]—আবূ দাউদ, আহ্‌মদ ও নাসাঈ। শব্দ আবূ দাউদের রিওয়াতের। ইহার রাবীগণ বিশ্বস্ত।

(খ) আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে এই মর্মের একটি হাদীস হাকিম রিওয়াত করিয়াছেন। ঐ রিওয়াতে এই কথাটি বেশী রহিয়াছে—

রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন,

اِذْهَبُوا بِهٖ فَاقْطَعُوْهُ ثُمَّ احْسِمُوْهُ

"উহাকে লইয়া গিয়া উহার হাত কাট। তারপর, রক্ত পড়া বন্ধ করিবার ব্যবস্থা কর।"

এই হাদীসটি হইতে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সঃ অপরাধীর শাস্তিভোগের পরে অপরাধীকে তওবা পড়াইয়াছিলেন। কিন্তু এই হাদীস হইতে এ কথা প্রমাণ হয় না যে, শরী'অত নির্ধারিত শাস্তিভোগের পরে তওবা না পড়িলে আখিরাতে নাজাত পাওয়া যাইবে না।

যাহারা বলেন যে, শাস্তিভোগের কারণে আখিরাতে নাজাত পাওয়া যাইবে না তাঁহারা বায্‌যার ও হাকিম কর্তৃক সঙ্কলিত আবূ হুরাইরা রাঃ-র যবানী বর্ণিত এই হাদীসটি পেশ করেন—নবী সঃ বলিয়াছেন:

لَا اَدْرِى الْحُدُوْدُ كَفَّارَةٌ لِاَهْلِهَا اَمْ لَا

"শরী'অত নির্ধারিত শাস্তির কারণে অপরাধীর ঐ অপরাধজনিত গুনাহ মাফ হইবে কি—না—তাহা আমি জানি না।"

আর যাহারা বলেন যে, ঐ শাস্তিভোগের কারণে ঐ অপরাধজনিত গুনাহ মাফ হয় তাঁহারা প্রথমতঃ পেশ করেন আল্লাহ তা'আলার কালাম:

وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

"শিরকের চেয়ে লঘু—যত কিছু অপরাধ ও গুনাহ রহিয়াছে সবই আল্লাহ তা'আলা যাহাকে মাফ করিতে ইচ্ছা করেন তাহাকে মাফ করিয়া দেন।" আল্লার কালামে শিরক-কুফর ছাড়া অপর সকল গুনাহ মাফ করা এক মাত্র আল্লার ইচ্ছাধীন—তওবা পড়ার কোন শর্তই আল্লার এই কালামে নাই।

তারপর হযরত উবাদা রাঃ-র বর্ণিত একটি হাদীস এবং হযরত আলী রাঃ-র বর্ণিত একটি হাদীস এই মর্মে পাওয়া যায়।

সহীহ বুখারী ও সুনান চতুষ্টয়ে বর্ণিত হইয়াছে—উবাদা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন:

وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا

فَعُوْقِبَ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ

[ব্যভিচার, চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচারের অপবাদ] এই অপরাধগুলির কোনটি যদি কোন মুসলিম করিয়া বসে এবং তাহার ফলে তাহাকে যদি শাস্তি দেওয়া যায় তাহা হইলে ঐ শাস্তিই তাহার ঐ অপরাধের কাফ্‌ফারা হইবে। অর্থাৎ ঐ শাস্তির কারণে তাহাকে পরকালে ঐজন্য কোন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না।—বুখারী, [কিতাবুল ঈমান] ও সুনন চতুষ্টয়।

[খ] আলী রাঃ বলেন—রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন:

ومن اصاب ذنبا فعوقب به فى الدنيا فالله اكرم من ان يثنى العقوبة على عبده فى الاخرة.

কেহ যদি কোন পাপ করিয়া বসে এবং তাহার কারণে তাহাকে দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়া হয় তাহা হইলে বান্দাকে আখিরাতে দ্বিতীয় দফা শাস্তি দেওয়া সম্পর্কে আল্লাহ অতি মহান।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(গ) এই হাদীসটি বায্যার রিওয়ায়াত করিয়া বলেন, ইহার সনদে কোন দোষ নাই।

৪০১। আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

"চোরের প্রতি যখন দণ্ড জারী করা হইবে তখন তাহাকে জরিমানা করা হইবে না।"

নাসাঈ ইহা রিওয়ায়াত করিয়া বলেন, ইহা মুন্কাতি' বা ছিন্ন-শৃঙ্খল। আবু হাতিম বলেন, ইহা মুন্কার অর্থাৎ একে তো যা'ঈফ তার উপরে সহীহ হাদীসের বিরোধী।[৭]

৪০২। "আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন আল্-'আস রাঃ রসূলুল্লাহ সঃ হইতে বর্ণনা করেন যে, গাছে লটকান খেজুর চুরি করা সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ সঃ-কে জিজ্ঞাস করা হইলে তিনি বলেন,

مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ.

"যে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যদি বৃক্ষস্থ খেজুর কোঁচড়ে জমা না রাখিয়া কেবলমাত্র মুখে গ্রহণ করে (অর্থাৎ খাইয়া ফেলে এবং সঙ্গে কিছু না লইয়াই চলিয়া যায়) তাহা

৭। সকল ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, চুরির মাল চোরের নিকটে পাওয়া গেলে তাহা মালিক পাইবে এবং হাত কাটার পরিমাণ মাল হইলে চোরের হাতও কাটা হইবে।

কিন্তু চুরির মাল যদি চোরের নিকটে মওজুদ পাওয়া না যায় তাহা হইলে চোরকে ঐ মালের জন্য অথবা ঐ মালের মূল্যের জন্য দায়ী করা সম্বন্ধে ইমাম-দের মতভেদ দেখা যায়।

ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদের মতে চোরকে ঐ মাল প্রত্যর্পণ করিতে, অন্যথায় উহার মূল্য দিতে বাধ্য করা হইবে। ইমাম আবু হানীফার দুই প্রকার মতের মধ্যে শেষ মতটিও তাহাই। কোন কোন আলিম এই হাদীসটিকে ভিত্তি করিয়া অনুরূপ ফতওা দিয়াছেন। কিন্তু তাহা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। কারণ হাদীসটি প্রামাণ্য নয় বলিয়া উহা দলীলরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ হাদীসটির ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহার যে তাৎপর্য বুঝা যায় তাহা এই যে, 'হাতকাটা' শাস্তির সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত কোন জরিমানা করা চলিবে না।

৮। সকল ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যদি ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাহারও গাছের ফল পাড়িয়া খাইয়া ফেলে তবে তাহাকে কোন প্রকার শাস্তি দেওয়া চলিবে না।

কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি ফল পাড়িয়া কোঁচড়ে অথবা কোন পাত্রে লইয়া যায় তবে ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ ফল অথবা উহার মূল্য এবং জরিমানা স্বরূপ সম পরিমাণ অর্থ আদায় করা হইবে। সেই সঙ্গে উর্ধপক্ষে দশবার বেত্রাঘাত করা হইবে। এই দুই অবস্থা 'চুরি'র সংজ্ঞায় পড়েনা বলিয়া এই দুই অবস্থায় হাত-কাটা শাস্তি দেওয়া হইবে না।

পক্ষান্তরে, ফল খামারে সংগৃহীত হওয়ার পরে ঐ ফল যদি কেহ মালিকের অজ্ঞাতসারে [illegible]ইয়া লয় তবে তাহা চুরির অন্তর্ভুক্ত হয়। কাজেই ঐ ফলের পরিমাণ যদি 'হাত কাটা' শাস্তির জন্য যথেষ্ট হয় তাহা হইলে তাহার জন্য 'হাত কাটা' শাস্তি দেওয়া হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইলে তাহার কোনই শাস্তি হইবে না; কিন্তু কেহ যদি কিছু ফল লইয়া বাহির হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে [ঐ ফল বা ঐ ফলের মূল্য পরিমাণ] জরিমানা করা হইবে ও সামাজিক শাস্তি দেওয়া হইবে; [হাত কাটা দণ্ডে সে দণ্ডিত হইবে না।] পক্ষান্তরে, ঐ ফল খামার-বাড়ীতে সংগৃহীত হইবার পরে কেহ যদি ঐ ফল লইয়া বাহির হইয়া যায় এবং উহার মূল্য একটি ঢালের মূল্যের সমান হয়, তাহা হইলে তাহার হাত কাটা হইবে।[৮]

—আবূ দাউদ ও নাসাঈ। হাকিম ইহাকে সহীহ্ বলিয়াছেন।

৪০৩। সফ্ওয়ান ইবনু উমাইয়া রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার চাদর যে লোকটি চুরি করিয়াছিল সেই লোকটির হাত কাটিবার আদেশ যখন নবী সঃ দেন তখন সফ্ওয়ান ঐ লোকটির [দণ্ড মাফের] জন্য সুপারিশ করেন। তাহাতে নবী সঃ বলেন,

هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به

"তুমি ইহাকে আমার নিকটে আনিবার পূর্বেই কেন উহা কর নাই?"

আহমদ ও সুনান চতুষ্টয়। ইবনুল জারূদ ও হাকিম ইহাকে সহীহ্ বলিয়াছেন।

৪০৪। (ক) জাবির রাঃ বলেন, একদা এক জন চোরকে নবী সঃ-র নিকটে আনা হইলে নবী সঃ বলিলেন,

"اقتلوه" فقالوا "إنما سرق يا رسول الله" قال "اقطعوه" ثم جيء به الثانية فقال "اقتلوه" فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة فقال "اقتلوه".

"উহাকে হত্যা কর।" সাহাবীগণ বলিলেন, "আল্লার রসূল, সে তো চুরি করিয়াছে।" তিনি বলিলেন, "তাহার হাত কাটিয়া ফেল।"

তারপর সে আবার চুরি করিলে তাহাকে দ্বিতীয় বার আনা হইল। নবী সঃ বলিলেন, "উহাকে হত্যা কর।" অনন্তর, প্রথম বারের মতই কথা-বার্তা ও হুকম হইল।

তারপর, ঐ লোকটি আবার চুরি করিলে তাহাকে নবী সঃ-র নিকটে তৃতীয় বার আনা হইল এবং পূর্বের মতই কথাবার্তা ও হুকম হইল।

তারপর, ঐ লোকটি আবার চুরি করিলে তাহাকে চতুর্থ বার নবী সঃ-র নিকটে আনা হইল এবং পূর্বের মতই কথাবার্তা ও হুকম হইল।

৮। কাহারও কোন দ্রব্য চুরি গেলে সে যদি তাহা মাফ করিয়া দেয় অর্থাৎ তাহার জন্য হাকিমের নিকট বিচার প্রার্থী না হয় তাহা হইলে ঐ চুরির জন্য 'হাতকাটা' শাস্তি দেওয়া হইবে না। পক্ষান্তরে, ঐ চুরির মামলা বিচারার্থ হাকিমের সামনে দায়ের করা হইলে ঐ মামলা উঠাইয়া লওয়া চলিবে না। মামলা প্রমাণিত হইলে এবং 'হাতকাটা' শাস্তির উপযোগী হইলে 'হাতকাটা' হইবে।

৯। চৌর্য অপরাধের জন্য হত্যার কোন বিধান কুরআন মজীদে নাই, অধিকন্তু এই হাদীসটি সর্বসম্মতিক্রমে যঈফ। কাজেই এই হাদীসটি আমলযোগ্য নহে।

www.ahlehadeethbd.org

তারপর ঐ লোকটি আবার চুরি করিলে নবী সঃ-র নিকটে পঞ্চম বার আনা হইল। নবী সঃ বলিলেন,

اقتلوه

"উহাকে হত্যা কর।"

—আবু দাউদ ও নাসাঈ। নাসাঈ এই হাদীসটিকে মুনকার (যা'ঈফ ও সহীহ হাদীসের বিরোধী) বলিয়াছেন। [আরও তিনি বলিয়াছেন যে, হাদীসটির সনদে 'মুস্'আব ইব্ন সাবিত' বিশ্বস্ত নয়।

[জাবির বলেন, অনন্তর আমরা তাহাকে বাথানে লইয়া গিয়া হত্যা করিয়াছিলাম। তারপর তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া একটি কূপ-গর্তে নিক্ষেপ করিয়া তাহার উপরে পাথর ফেলিয়া তাহাকে ঢাকিয়া দিয়াছিলাম। (আবু দাউদ ও নাসাঈ) অনুবাদক।]

(খ) এই ধরণের একটি রিওয়াত হারিস ইবন্ হাতিব রাঃ হইতে বর্ণিত আছে। এ সম্পর্কে ইমাম শাফি'ঈ রহ বলেন, চুরির পঞ্চম দফায় হত্যার হুকমটি মনসুখ ও বর্জিত।"

www.ahlehadeethbd.org

পুনর্গঠন ও আমাদের সাহিত্য

আজহারুল ইস্‌লাম

আজ আমাদের দেশের সর্বত্র পুনর্গঠনের হিড়িক পড়েছে। এতদুদ্দেশ্যে সরকার অজস্র টাকা ব্যয় করছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রেও পুনর্গঠনের প্রয়োজন আছে। তা না হলে বাংলা একাডমী ও বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের অবগুণ্ঠন জনসমাজে উন্মোচিত হ'ত না।

জাতীয় পুনর্গঠন ও সাহিত্য কথাটা হয়ত অনেকের কানেই অদ্ভুত শোনায়। পুনর্গঠনের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক যে কি তা বুঝতে অভ্যস্ত নয় বলেই অনেকে মনে করেন এতে মনন বা চিন্তনের কিছু নেই।

হালকা ভাবে যারা চিন্তা করেন তারা মনে করেন সাহিত্য সাহিত্যই; আর পুনর্গঠন পুনর্গঠনই। এ ধরণের চিন্তা-ধারায় চালিত হয়ে আমরা আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে অনেকটা একঘেয়ে করে তুলেছি। আজকের দিনের সাহিত্য পত্রিকাগুলোর দিকে নজর দিলেই বেশ বোঝা যাবে আমাদের লেখকদের রচিত গল্প উপন্যাস বিশেষ ক'রে কবিতাগুলো হচ্ছে বিদেশী লেখকদের রচনার অন্ধ অনুকরণ। বিদেশীরা কখনো কখনো কবিতার প্রথমেই 'এবং' শব্দটি ব্যবহার করেন। আমাদের লেখকেরাও তাদের দেখাদেখি দেখছি কবিতার শুরুতে "এবং" শব্দ ব্যবহার করছেন। অন্ধ অনুকরণ করতে যেয়ে মূর্খতার এহেন প্রদর্শনী বাস্তবিকই অসহ্য। গল্প উপন্যাসের বেলায়ও এধরণের কাণ্ড হয়ে থাকে।

এই অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করতে না পারলে নিস্তার নেই। বহু হাঙ্গামা হুজ্জতের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান কায়েম হয়েছে। নব রাষ্ট্রে যদি পুরানো বিধানই বজায় থাকে অর্থাৎ বিদেশী অবন্ধু রাষ্ট্রের লেখকদের অন্ধ অনুকরণ চলে তা'হলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোন মর্যাদাই থাকবে না। বিশ্বের দরবারে পাকিস্তান কোন দানই রাখতে পারবে না। যে ইসলামের জারক রসে আমাদের মন মস্তিষ্ক গঠিত হবে বলে দেশের নেতারা তার স্বপক্ষে চীৎকার করেছেন তার পরিচয় যদি আমাদের সাহিত্যে না থাকে তা হ'লে জগত সভায় আমাদের কোন স্থানই হবে না—ইহা বলাই বাহুল্য।

আজকের দিনের চিন্তাশীল লেখক মাত্রেই মনে করেন সাহিত্যে পুনর্গঠন অবাস্তব বা অসংগত কিছু নয়। বস্তুতঃ একালের সাহিত্য সমালোচকের নিকট তা' বিশেষ আলোচনার বিষয় বটে।

পাকিস্তান কায়েম হবার পর জাতির পুনর্গঠন সম্পর্কে অনেকের মুখ থেকে অনেক পরিকল্পনার কথা শোনা গিয়েছে। মতলব যাই থাকুক আমরা সে সব কথার মূল্য দিয়েছি। কেননা ওতে জাতীয় উন্নতির আলোচনা ছিলো। সুতরাং এসব পরিকল্পনা ও আলোচনার নিরিখে আমাদের বাংলা সাহিত্যের হিসাব নিকাশ করা অযৌক্তিক হবে না।

আজাদী হাসিলের পর অনেকেই আশংকা করেছিলেন যে, নতুন রাষ্ট্রে পূর্ব পাকিস্তানীরা যখন নানা সমস্যায় জর্জরিত তখন হয়ত বাংলা সাহিত্য সাংঘাতিক মার খাবে। কিন্তু কার্যতঃ তা' হয়নি। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন হ'লো তাতে দেখা গেলো বাংগালী মনের ভাব-স্রোত তীব্র গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। ফলে এখানে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে এক সুন্দর সাহিত্য গড়ে উঠেছে। গত ১৬।১৭ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দেশে বিভিন্ন প্রকার পরিবেশ এবং পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের মোড় ঘুরেছে। আরাফাতের ময়দান থেকে রমনার মাঠ শ্রেষ্ঠ—এ চিন্তা এখানে যেমন হয়েছে তার বিপরীত চিন্তাও এখানে কম শক্তি লাভ করেনি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যা হোক বিগত কতক বৎসরে গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ ও সৃজনশীল সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এত বই-পুস্তক বেরিয়েছে যে প্রাক পাকিস্তান যুগে তা কল্পনা করাও সম্ভবপর হতো না। বাংলা ভাষায় প্রতি বৎসর গড়পরতা কতগুলো পুস্তক [পাঠ্য পুস্তক সমেত] প্রকাশিত হয় তার হিসাব সরকারী অফিসে আছে। তা' দেখে মনে হয় আমাদের সাহিত্য প্রচেষ্টা আশাপ্রদ।

প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধির সংগে আমাদের পাঠকের সংখ্যাও যথেষ্ট বেড়েছে। একালে পাঠকদের মধ্যে বই নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি হয়। যত্রতত্র বই পুস্তকের আলোচনা শ্রুতি-গোচর হয়ে থাকে। অবশ্য এতে প্রমাণ হয় না যে, পূর্বপাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের হাটে একেবারে মওসুমী বায়ু বইছে। তবে শুভ লক্ষণ সর্বত্র পরিস্ফুট তা বলা চলে। কিছু কিছু লোক প্রতিমাসে বই কেনার প্রয়াস পান। পুস্তকের ক্রয় বিক্রয় আরও বৃদ্ধি পাবে এতে সন্দেহ নেই। সাহিত্য পাঠকের অর্থ-সচ্ছলতা এখনও কম। আশা করা যায় শিগগিরই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। কেননা দেশব্যাপী যে পুনর্গঠনের হিড়িক পড়েছে তাতে দেশের আপামর জনসাধারণের আর্থিক অনটন দূরীভূত হবে। পুস্তকের বাজারে তখন নতুন অবস্থা দেখা দেবে।

দেশকে পুনর্গঠিত করার জন্য কিছুকাল যাবৎ নানা প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। সারা পাকিস্তানের শহর, গ্রাম ও গঞ্জের সমাজ সেবা মূলক কার্যের জন্যে বিস্তর খরচ করা হচ্ছে। সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, অবৈতনিক স্কুল প্রভৃতি স্থাপিত হয়ে জাতীয় কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত করছে। পরিকল্পনানুযায়ী পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলো ও জনসাধারণ পরিচালিত শহর এবং গ্রামে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য পাঠাগার সমূহে যে টাকা সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তা দিয়ে বই পুস্তক কেনার সুবিধে হয়েছে। এ, ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র ও অন্যান্য বিদেশী প্রকাশকগণ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল্যবান গ্রন্থসমূহ বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সুলভ মূল্যে বাজারে বের করেছেন। এরা জনসাধারণ পরিচালিত পাঠাগারগুলোতে এঁদের প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ উপহার প্রদান ক'রে গ্রন্থ সংখ্যা এবং তৎসহ পাঠক বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করেছেন। এসব প্রচেষ্টার ফলে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজ খানিকটা এগিয়েছে। প্রতি বৎসর সাহিত্য ও শিল্প কর্ম উৎসাহিত করার জন্যে সরকার ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া লেখকদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে অনেক বই পুস্তক ক্রয় ও মজুদ করা হয়। বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবাদিতেও বই কেনার ও উপহার দেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়েছে।

আগেই বলেছি সরকারী হিসাবে দেখা যায় সাহিত্যের বাজার ক্রমশঃই প্রসারমান। এতক্ষণ সাহিত্যে পৃষ্ঠপোষকতার কথাই বলেছি মনে হয়, অবস্থা ভবিষ্যতের পক্ষে বেশ অনুকূল। শিক্ষা সম্প্রসারণের সংগে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবেই।

এবার সাহিত্যের আলোচনায় আসা যাক। সাহিত্য কোন না কোন অর্থে শিল্প-কর্ম। শিল্প-গুণের অভাবে রচনা হয় নীরস। সৃষ্টি হয়ে পড়ে প্রাণহীন। মৌলিকতা হয়ত অনেকের রচনায় পাওয়া যাবে না কিন্তু শিল্পগুণ তো চাই-ই।

এ দিক দিয়ে গত দেড় দশকে বাংলা সাহিত্যের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে পূর্বপাক সাহিত্যে নতুন প্রবণতা দেখা দিয়েছে। মনন প্রবাহ ভিত্তিক রচনাতেই এই নতুন প্রবণতার আমদানী হয়েছে। বাইরের ঘটনাবলী চেতনাকে যেভাবে প্রভাবিত করে তার আলোকেই বর্তমানে অধিকাংশ গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি লিখিত হচ্ছে। কাহিনী ভিত্তিক রচনায় নতুন গঠন, বুনন ও সুক্ষ্ম কারুকার্য এবং শিল্পবোধ দেখা যাচ্ছে। সমকালীন সাহিত্যে শিল্প কর্মের মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও গুণগত সমৃদ্ধি তেমন হয়নি বলে কোন কোন মহল থেকে অভিযোগ শোনা যায়। তাদের মতে বর্তমান সাহিত্য অনেকটাই নাকি নৈরাশ্য ও দেশ বিভাগ জনিত হাহাকারে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভারাক্রান্ত। নবগঠিত রাষ্ট্রের দীর্ঘকাল নিপীড়িত জনগণের ভাষা-ভাবনা-আশা-আনন্দের কথা একালের রচিত সাহিত্যে নাকি বেশি পাওয়া যায় না।

এই অভিযোগের মধ্যে যে কোন সত্য নেই, তা' নয়। অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি স্বীকার করেছেন যে, পূর্বপাকিস্তানের কয়েকটি তথাকথিত প্রগতিবাদী সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র করে এখনও এক শ্রেণীর লেখক বিভাগ পূর্ব যুগের মুসলমানদের পৃথক থাকবার আন্দোলন থেকে আজাদী লাভের পর হিন্দু মুসলমানের ভাগাভাগি ছাড়াছাড়ি পর্যন্ত সমুদয় ব্যাপারটাকে একটা ফাঁকির চক্র ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না। দেশ বিভাগকে শুধু দুর্ভাগ্যজনক আকস্মিক ঘটনা মনে করা হয় বরং "দুই দেশ এক মন" ভেবে কোন কোন লেখককে পুলকিত হতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অনেকের পক্ষে পীড়াদায়ক হবে বলে ক্ষান্ত রইলাম।

আমাদের দেশে নববিধান কায়েম হবার সংগে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বহুল পরিমাণে বন্ধ হয়েছে। যারা এতকাল শাশ্বত কৃষ্টির উদগাতা ছিলেন তারাও নতুন ভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছেন। গত দেড় দশকে আমাদের বহু লেখক গংগা পারের লেখকদের অন্ধ অনুকরণে গল্প উপন্যাসে কেবল নৈরাশ্য, হতাশা ও নানাবিধ বিকৃত আদর্শের রূপ দান করেছেন। হয়ত সমকালীন সমাজ জীবনে উহার কিছু ছায়াপাত হয়েছিলো। তাই বলে সাহিত্যে ওটাকেই পরম বস্তু বলে গ্রহণ করতে হবে তা' কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন লোক সমর্থন করবে না। লেখকের স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনাকে আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তার ত একটা সীমা থাকবে। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন কত মার খেয়ে আমরা আজাদী লাভ করেছি। আজ যে আমরা নবগঠিত রাষ্ট্র আর নব্য-সমাজ নিয়ে গর্ব অনুভব করি তার পেছনে রয়েছে নিদারুণ বেদনার তপ্তশ্বাস। এই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রথম চলার পথে—পুনরায় যদি মারের পর মার দিয়ে জাতিকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা হয় ত' হলে আর যাই হোক, দেশের কোন কল্যাণ হয় না। দেশের জন্যে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ চিন্তা না থাকায় বিগত ১৪।১৫ বছরে আমাদের সাহিত্য সাধনা তেমন সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর থেকে অনেক পরিকল্পনার আয়োজন হয়েছে। দেশ থেকে জমিদারী প্রথার বিলোপ হয়েছে, কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশের সর্বত্র নির্মাণ কার্যের মহা আয়োজন চলছে। এতদসত্ত্বেও লেখকদের মনে সমপরিমাণে উৎসাহের সঞ্চার হচ্ছে না কেন? নিশ্চয়ই তার পেছনে গূঢ় কিছু রয়েছে। ওই যে গংগার অপর পারে দেশ-বিভাগ জনিত বিক্ষোভের ঝড়ো হওয়া উত্থিত হয়েছে তাই আমাদের সাহিত্যিক ঐশ্বারদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না কি? এ নয়ে কটাক্ষ করা গেলেও বলতে হবে যে, এতে অতিরঞ্জিত কিছু নেই। ঢাকার কোন বইয়ের দোকানে ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করলেই আমার মন্তব্যের সারবত্তা বোঝা যাবে। যাহোক, আশার কথা এই যে, সাহিত্যকে পুনর্গঠিত করার জন্য আমাদের এক শ্রেণীর চিন্তাশীল লেখক অগ্রসর হচ্ছেন।

আজাদী হাসিলের পর থেকে আমাদের দেশে বাস্তহারা মানুষের নতুন বসতি, নতুন সমাজ গোষ্ঠী গঠন, গ্রাম উন্নয়ন, নদী পরিকল্পনা, নির্মাণ ও নানা বিধ পুনর্গঠনের কাজ ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। ভালো হোক, মন্দ হোক সমাজ মানসে তার একটা প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। গত ১৪।১৫ বৎসরে তার নানা প্রকার আবেগ অনাবেগ এবং আনন্দ ও যন্ত্রণার ছাপ আমাদের সাহিত্যে তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি যতটা লাভ করেছে গংগাপারের আধুনিক জীবনের সমস্যা, সস্তা প্রেম, অবৈধ যৌন সম্পর্ক নীতিধর্মহীনতা এবং নবগঠিত রাষ্ট্র সম্পর্কে নানা চিন্তার জটিলতা।

ইংরেজ শাসনামলে আমাদের দেশে ওকালতী বা আইন অধ্যয়নের হিড়িক পড়েছিলো। দেশ জুড়ে উকীলের এক বিরাট গোষ্ঠী পয়দা হয়েছিলো। তখনকার সমাজে তাদের যা প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো তা আজকের দিনে কল্পনা করা যায় না। রবীন্দ্র-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নাথ, শরৎচন্দ্র থেকে সকল শ্রেণীর লেখক তাঁদের রচনায় আইনজীবী চরিত্রের প্রাধান্য দিতেন। এখন দিনের পরিবর্তন ঘটেছে। দেশের সর্বত্র এখন বিজ্ঞানের জয় জয়কার। যন্ত্র শিল্প, কৃষি শিল্প ইত্যাদিকে সম্প্রসারিত করে দেশকে পুনর্গঠিত করার জন্য আমাদের দেশের সরকার সচেষ্ট হয়েছেন। এখন যদি শিল্পায়ন ও পুনর্গঠনের কথা আমাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত না হয় তা'হলে লেখকেরা জাতির নিকট একটা কর্তব্যচ্যুতির দায়ে অভিযুক্ত হবেন। য়ুরোপ ও অন্যান্য দেশের লেখকেরা তাদের দেশগুলোর পুনর্গঠন ও নির্মাণ পরিকল্পনার সংবাদ সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানের লেখকদের মন এখন আগের চেয়ে বেশি সম্প্রসারিত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিদেশের সংগে তাদের নিবিড় পরিচয় হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেড়েছে। আজ পূর্ব পাকিস্তানে বিদেশাগত পণ্ডিত এবং বিদ্বজ্জনের আগমন নির্গমন কম হচ্ছে না। এহেন অবস্থায় আমাদের মনের পরিধি বিস্তৃত হবে তা বলাই বাহুল্য। বিদেশীর কোন্‌টা গ্রহণীয় এবং কোন্‌টা বর্জনীয় তা' যদি জানতে পারি, তা হ'লে আমাদের সাহিত্যে কোন সমস্যাই দেখা দিবে না। এখানে শুধু মাত্র প্রয়োজন কাণ্ডজ্ঞানের নির্দেশ।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, আমাদের লেখকদের চিন্তার গতি খুব সচ্ছন্দ নয় বরং তাদের অনেক রচনায় মারাত্মক চিন্তার বীজ অংকুরিত দেখা যায়। এহেন গতির প্রতিরোধ করে অনেক চেষ্টাই হয়েছে। মরহুম কবি গোলাম মোস্তফা আমৃত্যু এ নিয়ে সংগ্রাম করেছেন। বহু কবি সাহিত্যিক তাঁকে সমর্থন করে লেখনীও ধারণ করেছিলেন। বিষয়টি একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হওয়ায় এই ব্যাপারে সরকারেরও দৃষ্টি পড়েছে। পাকিস্তানে জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো উক্ত আন্দোলনেরই ফল বলে মনে হয়। বস্তুতঃ ধ্বংসাত্মক চিন্তা থেকে জাতিকে বাঁচাবার জন্যই এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছে মনে করা চলে। পাকিস্তানের ভাবাদর্শের মূল উৎস যেখানে, দেশের জনগণের দৃষ্টি সেখানে নিবদ্ধ করার জন্যে সরকার সচেষ্ট হয়েছেন এটা বাস্তবিকই আশার কথা। এতদিন কোন কোন মহল থেকে বলা হয়েছিলো যে, বাংলাদেশ বিভক্ত হলেও উভয় অংশের ভাব ও চিন্তা একই খাতে প্রবাহিত হয়েছে ও হবে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বংকিমচন্দ্র বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাই এদেশের চিন্তা! ছাত্রদের মস্তিষ্ক চর্বণ করবার জন্য স্কুল কলেজের অনেক মতলববাজ শিক্ষক এই মত পোষণ করেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে যে বই পুস্তক আমদানী হচ্ছে তাতেই এই বিষ ছড়ান হয়।

আমাদের দেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও রাজনীতিক মওলানা আকরম খাঁ থেকে শুরু করে অনেক চিন্তাশীল লেখক ও সাহিত্যিক এই মারাত্মক চিন্তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, পাকিস্তানীদের নিজস্ব চিন্তাধারা রয়েছে। যাদের ত্যাগে, কর্মে ও মণীষায় বাংলায় তথা পাক-ভারতে ইসলামের বলিষ্ঠ জাগরণ ঘটেছিল—তাঁদের চিন্তার কোন মূল্য নেই—একথা যারা বলেন তারা যাই হোন দেশের বন্ধু নন। ভিন্ন রাষ্ট্রীয় আদর্শে তারা পরিচালিত—একথা বললে অত্যুক্তি হবে বলে মনে হয় না। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, বাংলায় মুসলমানের কমবেশী সব সময়ই প্রেরণা পেয়ে এসেছে স্যার সৈয়দ আহমদ, জাষ্টিস আমির আলী, অধ্যাপক খোদা বক্স, আবদুল্লাহ সোহ্‌রাওয়ার্দী, নবাব আঃ লতিফ স্যর জিয়াউদ্দীন, ডক্টর রাস মসুদ, নবাব ভিকারুল মুল্‌ক, নবাব মহসিনুল মুল্‌ক, নবাব সলিমুল্লাহ, জনাব এ, কে, ফজলুল হক, আবদুল আলি, স্যর এ, এফ, রহমান, তমিজ হক, খাওয়াজা নাজিমুদ্দীন প্রমুখ বিখ্যাত মণীষীদের লেখনী এবং বক্তৃতা থেকে। জাতি যদি তাঁদের চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হতে না পারে তা হ'লে বৃথাই হবে আমাদের নব রাষ্ট্র গঠন। ওয়াহাবী আন্দোলনের বীর মুজাহিদদের বুকে যে চিন্তার ধুনী দিনরাত অহরহ জ্বলছিলো তার কথা পাকিস্তানীরা বিস্মৃত হবে কিরূপে? আজ সরকার যে পুনর্গঠন ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত করেছেন যদি তারা স্মৃতির অতল গর্ভ থেকে অতীতের সেই হারান তথ্য ও তত্ত্বের সূত্রগুলোকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উদ্ধার না করেন তা'হলে আমাদের কোন গৌরবোজ্জ্বল অতীত আছে বলে কেউ স্বীকার করবে না। সুতরাং যতই পরিকল্পনা আর পুনর্গঠনের কথা বলা হোক জাতির চিন্তায় গলদ থাকলে কোন কাজই হবে না।

বহুদিন পূর্বে খ্যাতনামা লেখক আবুল ফজল সাহেবের 'সাহিত্যে সংকট' শীর্ষক একটি মারাত্মক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম। পরে দেখেছি তিনি এক সংবাদপত্রে সরকারী মহল থেকে তাঁর দেশপ্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে বলে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর দাবী যে তিনি এক সময়ে 'কায়েদে আজম' নাটক লিখেছিলেন। কাজেই তিনি কেমন করে রাষ্ট্র-বিমুখ হতে পারেন? তাঁর রচনা ও বক্তব্যের বিচার করার উদ্দেশ্য আমার নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে: দায়িত্ব সম্পন্ন লেখকদের লেখা পড়ে অনেকেই চিন্তিত হয়েছেন। এই হাংগামা কেবল আবুল ফজল সাহেবই পোহাচ্ছেন না। আমি কোন কোন মহলে আলাপ করে জেনেছি অবাঞ্ছিত লেখকের তালিকায় বহু অধ্যাপক এবং একাডেমির মহাপণ্ডিত-দের নামও সগৌরবে বিরাজ করছে। কাজেই এটা যে একটা জাতীয় সমস্যা এবং তা অবহেলা-যোগ্য নয় তা বলাই বাহুল্য।

মারাত্মক চিন্তার বীজ দূরীভূত না হলে পুনর্গঠনের কাজ সহজসাধ্য হবে না এবং ফলে আমাদের রচনায় জাতির প্রাণের স্পন্দন শোনা যাবে না। দেশে জাতীয় পরিকল্পনা, পুনর্গঠন, নির্মাণ, ও শিল্পায়নের কাজ অনেক হচ্ছে এবং আরও হবে। এতে লেখক গোষ্ঠী নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করলে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব বিস্মৃত হবেন। সাহিত্যিক তো পেশাদার রাজনীতিক নন যে, রাজনীতিকদের দায় তাঁদের মাথায় তুলে নেবেন। তাঁরা হচ্ছেন সত্য ও সুন্দরের সেবক। দেশের পরিকল্পনা, পুনর্গঠন প্রভৃতি যদি তাদের সমাজ সচেতন মনে ঠাঁই না পায় তা' হলে তাদের সত্য-প্রীতি আছে বলে কেউ স্বীকার করবে না। সত্য ও সুন্দরের সেবা ছেড়ে যারা রাজনীতির কচকচিতে জড়িয়ে পড়েন তারা সাহিত্য থেকে দূরে সরে যান। সত্য-প্রীতি আর তাদের বেশী থাকে না। যেন তেন প্রকারেণ মতলব সিদ্ধিই তাদের প্রাণের ধর্ম হয়ে পড়ে।

সাহিত্য পুনর্গঠন অবাস্তব নয়। বহু দেশেই অবস্থা বিপাকে সাহিত্য পুনর্গঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সমস্যা সংকুল জগতে আজ আর কোন জাতি শুধু রস সাহিত্য নিয়ে ব্যস্ত নয়। বহু সমস্যার কথাই আজ বিশ্বের লেখকদের রচনায় রেখায়িত হয়ে উঠেছে পরানুকরণের পালা আমাদের শেষ হউক! দেশের ভাব, কল্পনা এবং বাস্তবতার জারক রসই আমাদের রচনাকে সঞ্জীবিত করুক। এখানে বুদ্ধির দোষ ঘটলে চরম অকল্যাণই হবে। কবি ইকবাল গতানুগতিক পথে পা বাড়ান নি। যে খুদির চিন্তা আমাদেরকে বলিষ্ঠ কর্মবাদে দীক্ষিত করেছে তা পূর্ববর্তী উর্দু কবিদের মাথায় ঢোকেনি।

www.ahlehadeethbd.org

'শিরক' এবং মানুষের কর্মধারার উপরে 'শিরক'--এর প্রভাব

—অধ্যাপক শাইখ আবদুর রহীম।

মানুষের কার্যকলাপের ওপরে 'শিরক' এর প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে 'শির্ক'—এর হাকীকত ও মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে যথা সম্ভব স্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য। তাই, প্রথমে 'শির্ক'-এর হাকীকাত জানতে চেষ্টা করব।

শিরক হ'চ্ছে 'তওহীদ' এর বিপরীত যাঁটি 'তওহীদ' এর মধ্যে 'শিরক' এর নামগন্ধ পাওয়া যায় না এবং নির্জলা 'শিরক' এর মধ্যেও 'তওহীদ' এর কোন চিহ্ন বর্তমান থাকে না। অর্থাৎ 'তওহীদ' এর এমন একটা পর্য্যায় এবং স্তরও থাকা সম্ভব যে পর্যায়ে 'তওহীদ' এর গায়ে 'শিরক'—এর কিছুটা আঁচ লাগতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ

بِظُلْمٍ اُولٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

[সূরা আল-আনআম, ৮২]

"যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানের সাথে যুল্মকে মিশ্রিত করে নাই ওদের জন্যই [পরকালে] রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই পথ প্রাপ্ত"।

তাই সাহাবীগণ বলেন,

اَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ

"আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে যুল্ম করে নি?" তাতে আল্লাহ তা'আলা 'যুল্ম'-এর ব্যাখ্যা এই ভাবে বর্ণনা করেন,

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

[সূরা লুকমান—১৩]

নিঃসন্দেহে শিরক হচ্ছে একটা গুরুতর যুল্ম। অর্থাৎ লঘুত্ব ও গুরুত্বের দিক দিয়ে যুল্ম—এর বহু প্রকারভেদ রয়েছে তন্মধ্যে শিরক হচ্ছে মহা যুলুম। আর ঐ আয়াতটিতে যুলম বলে শিরকই বুঝান হয়েছে

আয়াত দুটোর পারস্পরিক যোগসূত্র বর্ণনা করে এর তাৎপর্য বলব।

نَكِرَة [নাকিরা]-এর তাৎপর্য যেমন একত্ব-বাচক হয় তেমান আবার গুরুত্ববাচকও হয়ে থাকে। প্রথম আয়াতটিতে যে 'যুলম'-এর কথা বলা হয়েছে তাকে সাহাবীগণ একত্ববাচক অর্থে গ্রহণ করেন। ফলে, ভাবার্থ দাঁড়ায় "যারা নিজ ঈমানের সাথে কোন যুলম মিশ্রিত করে না।

দ্বিতীয় আয়াতটি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিলেন যে, প্রথম আয়াতটিতে 'নাকিরা' গুরুত্ব বোধক অর্থে গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ যার ঈমানের সাথে বড় যুলমটি মিশ্রিত না করে তাই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে বলেন, "ঐ বড় যুলমটি হচ্ছে শিরক"।

আয়াত দুটোর একত্র সন্নিবেশে তাৎপর্য দাঁড়ায়—"যারা নিজেদের ঈমানের সাথে শিরককে মিশ্রিত না করে তাদেরই জন্য পরকালে নিরাপত্তা রয়েছে"। এ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ঈমান বিশিষ্ট মুমিনের পরিচয়। এঁরা পরকালে নিশ্চিত ভাবে নাজাতের অধিকারী হবেন। তারপর যারা নাজাতের মোটেই অধিকারী হবে না তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ

وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"ইহা নিশ্চিত যে, আল্লার সঙ্গে শিরক করা হ'লে আল্লাহ তা মাফ করেন না। কিন্তু তার চেয়ে লঘুতর আর সকল গুনাই আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন মাফ ক'রে দেন"। সূরা আন্‌নিসা, ৪৮ ও ১১৬। অর্থাৎ মুশরিকের জন্য আখিরাতের নাজাত নাই। খাঁটি মুমিন ও খাঁটি মুশরিকের কথা বলা হ'ল। এখন প্রশ্ন ওঠে, যাদের মধ্যে ঈমান রয়েছে তাদের কেউ যদি মাঝে মধ্যে শিরক ক'রে বসে তবে তাদের কি হবে? তারা কি মুশরিকদের দলভুক্ত হ'য়ে আখিরাতে নাজাত থেকে চিরকালের মত মাহরূম হবে অথবা তারা খাঁটি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে নাজাত পেয়ে যাবে?

জওয়াব:—কোন মুমিন যদি শিরক এর কোন কাজ করে, অথবা শিরক জাতীয় কোন কথা বলে তা হ'লে এটাই স্বাভাবিক যে, তার ঐ শিরকী কাজ সম্পাদনের এবং ঐ শিরকী কথা উচ্চারণের মূলে থাকে ঐ মুমিনের অজ্ঞতা। শিরকী কাজকে অথবা শিরকী কথাকে শিরক জেনে শুনে কোন মুমিনই সাধারণতঃ তা করতেও পারে না, বলতেও পারে না। মুমিন মাত্রই যখনই বুঝতে পারে যে, সে শিরক করেছে তখনই সে সচরাচর কালবিলম্ব না ক'রে আল্লার দরবারে তওবা ক'রে থাকে। কাজেই সে সাময়িক ভাবে শিরক করলেও মূলতঃ সে মুমিন থাকায় তাকে মুমিন পর্যায়ভুক্ত করা হবে—মুশরিক পর্যায়ভুক্ত করা হবে না।

এখানে 'মুশরিক' বিশেষণ পদ ব্যবহারের এবং 'শিরক করা' এই ক্রিয়াপদ ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। কোন মানুষ কোন একটি কাজ যখন বরাবর সম্পাদন ক'রতে থাকে কেবল মাত্র তখনই তার সম্বন্ধে বিশেষণ পদ ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। যথা, যে ব্যক্তি সেলাই কাজকে নিজের পেশারূপে গ্রহণ করেছে কেবল মাত্র তাকেই 'দরজি' বলা হয়। বাড়ীর মেয়ে ছেলেরা বাড়ীর ছেলে মেয়েদের জামা—হাজার সেলাই করলেও তার প্রতি দরজি বিশেষণটি প্রয়োগ করা হয় না। স্কুলের ছেলেরা বহু কিছু লিখে থাকে কিন্তু তাদেরে লিখক বলা হয় না। বিশেষণ পদের এই ব্যবহারের প্রতি আমরা যথাযথ সচেতন না থাকায় অনেক বিভ্রাট ঘটে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলব—রসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন,

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ

যে ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্বক নামায ছাড়িল সে 'কুফর করিল' এর তরজমা সে কাফের হইল কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। ফল কথা, যে ব্যক্তি শিরককে নিজের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছে কেবল মাত্র তাকেই মুশরিক' বলা যাবে।

তারপর তওহীদ ও শির্ক পরস্পর-বিরোধী দুটো মানসিক অবস্থা বিশেষ। ফলে, তওহীদ বলতে যেহেতু মূলতঃ এক প্রকার বিশ্বাস বুঝায় কাজেই শির্কও এক প্রকার বিশ্বাসই হ'বে। মানুষের এই অন্তরের বিশ্বাস সাধারণতঃ অপরিজ্ঞাত হ'লেও অপরিজ্ঞেয় নয়। মানুষ নিজ অন্তরের ব্যাপার গোপন রাখবার জন্য অথবা অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের বিপরীত মনোভাব প্রকাশ করবার জন্য যতই চেষ্টা যতই সতর্কতা অবলম্বন করুক না কেন তার অজ্ঞাতসারে কোন না কোন ফাঁকে, তার কথাবিশেষ অথবা কর্মবিশেষ তার অন্তরের স্বরূপ প্রকাশ ক'রে বসে। তাই, অপরের মৌখিক দাবিকে তার অন্তরের বিশ্বাসের সত্য বিবরণ বলে আপাততঃ মেনে নেওয়া হলেও তার কর্মই প্রকৃতপক্ষে তার দাবীর সত্যতা বা অন্যথা প্রমাণ ক'রে থাকে। এই কারণেই স্বীকার ক'রতে হয় যে, অন্তরের বিশ্বাসের সত্যতা কর্মের ভিতর দিয়ে যত স্পষ্ট ও পাকাভাবে প্রকাশ পে'য়ে থাকে মৌখিক উক্তির ভিতর দি'য়ে ততটা সন্দেহাতীত ভাবে প্রকাশ হয় না। তাই ব'লে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, মানুষের কর্ম যে পর্যন্ত তার মৌখিক দাবীর বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে দৃঢ় ও ঋজু হ'য়ে না দাঁড়াবে সে পর্যন্ত মানুষের মৌখিক দাবীকেই যথার্থ ব'লে গ্রহণ করতে হবে। এই কারণে 'শাহাদাতান'-এ মৌখিক স্বীকৃতিকে শরীআতে ঈমানের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শিরক-এর স্বরূপ : —এখন শিরকের স্বরূপ আলোচনায় আসা যাক আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মুসলিমকে যে সব ধারণা ও বিশ্বাস রাখতে হয় সে গুলোর মধ্যে 'তওহীদ'-এর যথার্থতায় এবং "শিরক"-এর ভিত্তিহীনতায় বিশ্বাস সর্ব প্রথম ও সর্ব প্রধান।

কুরআন মজীদের বহু স্থানে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরে একমাত্র আল্লার ইবাদত করতে আদেশ করেন এবং তাঁর সম্বন্ধে শিরক্ করতে নিষেধ করেন। তা ছাড়া পূর্বেই ব'লেছি কুরআন মজীদে 'শিরক'-কে 'যুলম' আযীম'—'চরম অবিচার' আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং একথাও বলা হয়েছে যে, শিরক্ ছাড়া আর সকল অপরাধ ও পাপকে আল্লাহ তাআলা ইচ্ছে করলে মাফ করবেন। কিন্তু শিরকের অপরাধ কোনক্রমেই ক্ষমার্হ নহে। এই সব বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারও ইবাদত করা শিরক্। কাজেই শিরক একাধারে একপ্রকার বিশ্বাসও বটে এবং কথা ও কর্মের ভেতর দিয়ে ঐ বিশ্বাসের অভিব্যক্তিও বটে। এই মূল নীতিটির উপর ভিত্তি করে আলোচনা আরম্ভ করছি।

ইসলামী শরী'অতে আল্লাহ তাআলার জন্য কতিপয় Prerogative বা বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ঐ বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকারগুলোর একমাত্র কেন্দ্র ও মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। এই ব্যাপার সম্পর্কে অন্তরে বিশ্বাস, ঐ মর্মে মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং কর্মের ভিতর দিয়ে তার অভিব্যক্তির সমষ্টিই হচ্ছে তওহীদ। পক্ষান্তরে, আল্লার সঙ্গে সঙ্গে অপর কাওকেও ঐ বিশেষ ক্ষমতাগুলো পরিচালনে ক্ষমতাবান এবং বিশেষ অধিকারগুলো ভোগে সমর্থ ব'লে স্বীকার করার নামই হচ্ছে শিরক্ যেমন ধরুন, ইসলামী শরী-'আত বলে যে, পয়দা করা আল্লাহ তাআলার একটি Prerogative ও বিশেষ ক্ষমতা। একমাত্র আল্লাই হচ্ছেন পয়দা করার মালিক ও অধিকারী। কাজেই আল্লাহ ছাড়া অপর কাওকে পয়দা করার মালিক ব'লে বিশ্বাস রাখা ব্যাপারটি 'শিরক' এর একটি রূপ ব'লে গণ্য হবে। একটু আগেই বললাম যে অন্তরের বিশ্বাসের প্রকাশ হয়ে থাকে মৌখিক উক্তি দিয়ে আর তার অভিব্যক্তি হয়ে থাকে কর্মের ভিতর দিয়ে। সেই মতে কোন দেব দেবী, পীর পয়গম্বর, অলী-দরবেশ ইত্যাদিকে উদ্দেশ্য করে তাদের কারও নিকটে পুত্রাদি লাভের জন্য যাচ্না করা শিরকের আওতায় পড়বে।

'শিরক-এর উৎপত্তি —এই নর-জগতের পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, এর প্রত্যেকটি ব্যাপার কারণ ও ফল, হেতু ও পরিণাম—Cause and effect বা علت ও معلول নীতির সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে বিজড়িত হ'য়ে রয়েছে তাই সাধারণ মানুষের মনে স্বভাবতঃ ঐ কারণটির প্রতিই আনুগত্যের ভাব উদয় হ'তে বাধ্য। যেমন ধরুন, আগুনের স্বভাব হচ্ছে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া। জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে কোন দাহ্য পদার্থ পড়লে তাকে সে জ্বালাবেই জ্বালাবে, তার অন্যথা হবে না। কাজেই আগুনকেই জ্বালাবার ক্ষমতায় ক্ষমাবান মনে করা সাধারণ বুদ্ধিতে মোটেই অসঙ্গত হয় না। এই কারণেই আদম সন্তানদের কোন কোন যুগে দাবানল আগ্নেয়-গিরি অধ্যুষিত অঞ্চলের লোকেরা আগুনকে জ্বালাইয়া ধ্বংস করার ক্ষমতার অধিকারী জ্ঞানে আগুনের ধ্বংসলীলা থেকে নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্যে আগুনের পূজা-অর্চনা ক'রে আগুনের কোপ শান্তি করার প্রয়াস পেয়েছে। সাগর সমুদ্র বিধৌত অঞ্চলের লোকেরা সমুদ্রের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার আকাংখায় সমুদ্রের উদ্দেশ্যে ভেট দিয়ে সমুদ্রের প্রকোপ দূরীভূত করার চেষ্টা করেছে। বিষধর সর্প অধ্যুষিত গ্রীষ্ম প্রধান বনাঞ্চলের লোকেরা ঐ একই কারণে বিষধর সর্পের পূজা অর্চনার প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলেছে। এমনি করেই এককালে গ'ড়ে উঠেছিল পাথর-পূজা, লোহা-লক্কড় পূজা, ভূত-প্রেত-পূজা ইত্যাদি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তারপর, ঐ সকল প্রাকৃতিক বস্তু সমূহের পূজার অসঙ্গতি বুঝিয়ে দিয়ে, ঐ প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের মূল ও পরম কারণ হিসবে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন ক'রে একমাত্র তাঁরই ইবাদতের দিকে লোকদেরে আহ্বান জানাবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরই মধ্য থেকেই চিন্তাশীল, দার্শনিকের জন্ম দেন এবং কাওকে কাওকে পয়গম্বরীও দান করেন। আর পয়গম্বরদের দাবীর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ তাদের আল্লাহ তা'আলা দু'চার,দশটা অলৌকিক কাণ্ড-কারবার সম্পাদন করার ক্ষমতা দান করেন। তাঁরা প্রচার করতে থাকেন যে, আগুনের দহন ক্ষমতাটি তার নিজস্ব কোন শক্তি নয়। আগুনের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই তার মধ্যে ঐ দহন ক্ষমতা দিয়েছেন তিনি ইচ্ছা ক'রলে আগুন থেকে দহন ক্ষমতা দূরও ক'রে দিতে পারেন যেমন তিনি ক'রেছিলেন যখন তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল হযরত ইবরাহীম আঃ কে। তাঁরা আরও বুঝে দেন, সূর্য্যের কিরণ ও আলোক দান তার নিজস্ব শক্তি নয় আল্লাহ্ তাকে ঐ শক্তি দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখন সূর্যকে নিষ্প্রভ করেন। তাছাড়া তার আলো ও কিরণ দান সকল দেশে সব মুহূর্তে একরূপ থাকেনা এবং তার শক্তি সীমিত যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই তাকে ঐ সীমিত শক্তি দিয়েছেন। এমনি ক'রে বস্তুস্থানী দার্শনিক, তথ্যদর্শী বৈজ্ঞানিক এবং অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন পয়গম্বর গণ লোকদেরে সকল সৃষ্টির মূল ও পরম কারণ হিসেবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে মানতে লোকদেরে নির্দেশ দিতে থাকেন। ফলে, তাঁদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং অসামান্য জ্ঞান বুদ্ধির সামনে একদল লোক নতি স্বীকার ক'রে একমাত্র আল্লাহকে মূল কারণ মেনে নিয়ে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে থাকে এবং তাঁদের শিক্ষানুযায়ী তারা নিজেদের জীবন গ'ড়ে তোলে। কিন্তু বহু লোক ঐ সব দার্শনিক ও পয়গাম্বরদের নির্দেশ অগ্রাহ্য ক'রে পূর্বের মতই আগুন, পাথর প্রভৃতির পূজা করতে থাকে

তারপর ঐ অলৌকিক শক্তিধারা মহামানবদের মৃত্যুর পরে কয়েক পুরুষ ধ'রে তাঁদের শিক্ষা ধারা চালু থাকলেও কালের গতিতে এবং আশে পাশের শিরকী পরিবেশের প্রভাবে ঐ মহামানবদের শিক্ষার আবরণটি অনেকটা ঠিকই থাকে কিন্তু তার সার যায় শুকিয়ে। তাই ঐ আল্লাহ পূজারীদের বংশধরেরা ঐ মহামানবদের মূল শিক্ষা ভুলে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া তাঁদের ঐ অলৌকিক কাণ্ড কারখানা সম্পাদন শক্তিকে তাঁদের নিজস্ব শক্তিরূপে গ্রহণ করে, আর তারই ফলে তারা ঐ পয়গাম্বর ও সাধু লোকদের উদ্দেশ্যে পূজা আরম্ভ ক'রে দেয়। কিন্তু ঐ সাধু লোকেরা জীবিত অবস্থায় বিদ্যমান না থাকায় লোকে তাঁদের মূর্তি গ'ড়ে ঐ মূর্তিগুলোকে তাঁদের প্রতীক জ্ঞানে ঐ মূর্তিগুলোর সামনে পাদ্য অর্ঘ্য নিবেদন ক'রতে থাকে। এমনি ক'রে শিরক মূর্তি পূজার ভেতর দিয়ে এক নবরূপে প্রকাশ পায়।

"শিরক"-এর প্রকার ভেদঃ

আল্লাহ তা'আলার 'তওহীদ' এর প্রতি ঈমান রাখার তিনটি দিক র'য়েছে। তা হ'চ্ছে এই—আল্লাহ সত্তার দিক দিয়ে এক, গুণের দিক দিয়ে একক এবং ক্ষমতার দিক দিয়ে অদ্বিতীয়। কাজেই শিরকও তিন প্রকার হবে। প্রথম হচ্ছে 'শিরক ফিয্ যাত্' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার একাধিক সত্তা স্বীকার করা। যথা মঙ্গলের সৃষ্টিকারী হিসেবে এক সত্তার অস্তিত্বে এবং অমঙ্গলের সৃষ্টিকারী হিসেবে অপর এক সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা; সৃজনের মালিকের এক সত্তা, প্রতিপালনের মালিকের এক সত্তা এবং ধ্বংসের মালিকের তৃতীয় এক সত্তায় বিশ্বাস করা, ইত্যাদি। মুমিন মুসলিমদের মধ্যে এই প্রকার শিরক থাকা প্রায় অসম্ভব।

দ্বিতীয় প্রকার শিরক হচ্ছে 'শিরক ফিস্ সিফাত্'। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর কোনও গুণের অনুরূপ গুণ অপর কোন সত্তায় বর্তমান আছে ব'লে বিশ্বাস করা, যথা, আল্লার একটি গুণ হচ্ছে এই—তিনি সর্বজ্ঞ। তাঁর জ্ঞানের সামনে কাল ও স্থানের কোন ব্যবধান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নেই। কাজেই আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে এই গুণে বিভূষিত ব'লে বিশ্বাস রাখা এই প্রকার শিরকের পর্যায়ে পড়ে। যেমন হযরত মুহম্মদ স -কে অথবা অপর কাওকে ত্রিকালজ্ঞ বা গাইব সম্বন্ধে অবহিত ব'লে বিশ্বাস করা শিরক ব'লে গণ্য হবে। এই প্রকার শিরক মুসলিমদের মধ্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

তৃতীয় প্রকার শিরক হচ্ছে 'শিরক ফিল্ আফ'আল' অর্থাৎ যে সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা একমাত্র আল্লারই র'য়েছে সেই কাজ ক'রবার ক্ষমতা অপর কারুর মধ্যে আছে ব'লে বিশ্বাস করা, যথা—সন্তান দান, ধনবান করা ইত্যাদি আল্লার prerogative -বিশেষ ক্ষমতা। "আল্লাহ্ ছাড়া অপর কেউ সন্তান দিতে পারে, ধনবান ক'রতে পারে' এই ধরণের বিশ্বাস এই তৃতীয় প্রকার শিরকের পর্য্যায়ভুক্ত। এই ধরণের শিরকও মুসলিমদের মধ্যে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

শিরকের স্বরূপ নির্ধারণ

শিরক সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যা আলোচনা করেছি তা থেকে এ কথা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, শিরকের স্বরূপ নির্ধারণ করতে হলে দুটি ব্যাপারে আলোচনা আবশ্যকীয় হ'য়ে উঠে। প্রথম ব্যাপরটি হচ্ছে এই—আল্লাহ তা'আলার ঐ বিশেষ গুণগুলোই বা কী এবং ঐ বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকারগুলোই বা কী যা আল্লাহ ছাড়া অপরের জন্য স্বীকার করতে গেলে তা শিরক এর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। আর দ্বিতীয় ব্যাপারটি হচ্ছে এই—ইবাদৎ ব'লতে এমন কোন কোন কথা ও কাজ বুঝায় যা একমাত্র আল্লাহ সম্বন্ধে বলতে হয় এবং আল্লার উদ্দেশ্যেই সম্পাদন করতে হয়। প্রথম ব্যাপারটি সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

আল্লার ঐ বিশেষ গুণগুলো হচ্ছে: তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই—তিনি অনাদি ও অনন্ত, তাঁর অস্তিত্ব স্বতন্ত্র, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনিও জ্ঞানী, মানুষও জ্ঞানী, কিন্তু তাঁর জ্ঞান স্বতঃস্ফূর্ত আর মানুষের জ্ঞান আহরিত ও লব্ধ—তাঁর জ্ঞান অসীম আর মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তাঁর ইচ্ছা শক্তি, কর্ম সম্পাদন শক্তি, দর্শন শক্তি ও শ্রবণ শক্তি রয়েছে। এ চারটি শক্তি মানুষের মধ্যেও আছে কিন্তু তাঁর মধ্যে এই শক্তিগুলো হচ্ছে অসীম আর মানুষের মধ্যে এই শক্তিগুলো সীমাবদ্ধ।

তারপর, তাঁর ঐ বিশেষ সম্পাদন শক্তিকে এক কথায় ব'লতে গেলে মোটামুটিভাবে সৃজনই বলতে হয়। আকায়িদ শাস্ত্রবিদগণ একেই ব'লে থাকেন 'তাকবীন' আল্লাহ তা'আলার এই 'তাকবীন' ক্ষমতাটি বিভিন্নরূপে প্রকাশ লাভ ক'রে থাকে। যথা, সৃজন ও বিনাশন—জীবনদান ও জীবন হরণ, পুত্রকন্যা দান, ধনরত্নদান, দারিদ্র অনটন সাধন, শারীরিক শক্তি বলদান, অক্ষমতাদান, মেধা, স্মৃতি, বুদ্ধি ইত্যাদি দান স্বাস্থ্য ও রোগ শোকদান—এক কথায় দুনিয়ার সকল ব্যবস্থা পরিচালন ও সকল অবস্থা নিয়ন্ত্রণ—এই সবই এই 'সৃজন', এই তাকবীন শক্তির অন্তর্ভুক্ত—একটু বিস্তারিত ভাবে বলি। মানুষ শরীরের প্রতি অনাচার চালালে সাধারতঃ রোগ আসে। অনাচার এই রোগের অব্যবহিত সাক্ষাৎ কারণ হলেও হতে পারে, কিন্তু রোগটির পরম কারণ অনাচার নয়। মানুষের অনাচার হেতু আল্লাহ তা'আলা পরম কারণরূপে ঐ রোগ সৃজন করেন, তাই রোগ হয়। সেরূপ, আল্লাহ তা'আলা দ্রব্য বিশেষের মধ্যে বিশেষ বিশেষ শক্তি নিহিত রেখেছেন। সেই দ্রব্যগুলো দ্বারা লোকে রোগের চিকিৎসা করে থাকে। রোগ সেরেও যায়। এই রোগমুক্তির মূল কারণ ঐ দ্রব্য নয়—মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা আর চিকিৎসক ও দ্রব্যটি উভয়ই হচ্ছে নিমিত্ত বিশেষ। রসূলুল্লাহ সঃ চিকিৎসককে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন,

إِنَّمَا أَنْتَ رَفِيقٌ وَالطَّبِيبُ اللَّهُ

তুমি একজন সঙ্গী মাত্র আর আল্লাহই হচ্ছেন 'তাবীব' চিকিৎসক। আর দ্রব্যটি সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন,

فَإِذَا وَافَقَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"যখন ঔষধ রোগের উপযোগী হয় তখন মানুষ আল্লার নির্দেশক্রমে রোগ মুক্ত হয়।" তারপর—মানুষ যে সকল কাজ করতে যায় তা নিষ্পন্ন হওয়ার সাথে চেষ্টা জড়িত থাকা প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু উহা নিষ্পন্ন হওয়ার জন্য সেই চেষ্টাই যথেষ্ট নয়। ঐ কাজ নিষ্পন্ন হওয়া 'সৃজনের' আওতায় পড়ে বলে তাও আল্লার বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

পূর্বেই বলেছি, এক প্রকার বিশ্বাসের নাম 'শিরক'। আর বিশ্বাস অন্তরে নিহিত থাকে বলে অপর মানুষের পক্ষে তা জানা সম্ভব হয় না। কাজেই কার অন্তরে শিরক আছে তা মানুষ স্থির ক'রতে পারে তার কথা ও কাজের বিচার ক'রে। মানুষের কোন্ কোন্ প্রকার কথা ও কোন্ কোন্ কাজকে শিরক এর অভিব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয় তা এখন বলব।

ইতিপূর্বে একথাও বলেছি যে, মুসলিমেরা সচরাচর আল্লার গুণ ও ক্ষমতা ব্যাপারেই শিরক করে থাকে, তাঁর সত্বা ব্যাপারে সাধারণতঃ শিরক করেনা। তাই বলি ঃ

১। এই দুনয়াতে নাস্তিক দল বাদে আর সকলেই চরম দীনতা সহকারে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে পরম শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে থাকে। এই পরম শ্রদ্ধাব্যঞ্জক চরম দীনতা প্রকাশকে শরীঅতে 'ইবাদৎ' নাম দেওয়া হয়েছে। এই 'ইবাদৎ' একমাত্র আল্লারই প্রাপ্য। পরম কারণ আল্লাহ ছাড়া অপর কারুর উদ্দেশ্যে পরম শ্রদ্ধাব্যঞ্জক চরম দীনতা প্রকাশ করাকে শিরক বলা হবে। দুনয়ার যাবতীয় নাস্তিক লোকের মতে মাটিতে নাক কপাল ঠেকানকে, অষ্টাঙ্গে সিজদা করাকে এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করাকে পরম শ্রদ্ধাব্যঞ্জক চরম দীনতা বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তাই আল্লাহ ছাড়া অপর কারো উদ্দেশ্যে ঐ প্রকার অভিব্যক্তি প্রদর্শনকারী যদি হাযার বারও মুখে বলে যে, সে পরম শ্রদ্ধার উদ্দেশ্যে ঐ কাজটি করে নাই তা হলেও তার মৌখিক অস্বীকৃতি শারীয়তে অগ্রাহ্য হবে এবং তার ঐ কাজটি নিঃসন্দেহে শিরক ব'লে গণ্য হবে।

২। ইবাদৎ সম্পর্কে আর এক প্রকার শিরকের কথা কুর'আন মজীদে উল্লেখ করা হ'য়েছে। তা হ'চ্ছে রিয়াকারী। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসুল যে ভাবে ইবাদৎ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন সেই ভাবেই যদি ইবাদৎ করা হয় কিন্তু তাতে ইবাদৎকারীর উদ্দেশ্য যদি মানুষের সন্তোষ লাভ থাকে তবে তাকে 'শিরক ফিল্ ইবাদৎ'—ইবাদৎ ব্যাপারে শিরক' বলা হয়। ইবাদতের মধ্যে উদ্দেশ্য রাখতে হয় আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ কামনা। 'লোক-দেখানো' ইবাদতে আল্লাহ ছাড়া মানুষেরও সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্য হ'য়ে থাকে ব'লে রিয়াকারী শিরক-এর পর্যায়ভুক্ত হ'য়ে পড়ে।

ফল কথা, যে কোন নেক কাজ সম্পাদন কালে উদ্দেশ্যটি যদি আল্লাহ ছাড়া কাউকে সন্তুষ্ট করাই হয়—যাকে চল্‌তি কথায় রিয়াকারী বলে—তা হ'চ্ছে একটি গুরুতর শিরক।

সূরা 'আল কাহ্‌ফ'-এর শেষ আয়াতে রিয়াকারীর দিকে ইঙ্গিত ক'রে বলা হ'য়েছে ঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
رَبِّهٖ اَحَدًا ۝

"যে ব্যক্তি আখিরাতে আল্লার দীদার লাভের আকাংখা রাখে, সে যেন সৎকাজ করতে থাকে এবং নিজ রাব্বের ইবাদৎ ব্যাপারে কাউকে শরীক না করে। অর্থাৎ লোকে নামাযী বলবে, হাজী বলবে এই মনোভাব অন্তরে রে'খে যদি কেহ নামায ও হজ সম্পাদন করে তা হ'লে তা আল্লার ইবাদৎ হয় না—তা হয় মানুষের ইবাদৎ।

রিয়াকারী সম্বন্ধে রসুলুল্লাহ সঃ ব'লেছেন—

مَنْ صَلّٰى يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ •

"যে ব্যক্তি লোক দেখান উদ্দেশ্যে নামায পড়ে সে শিরক করে। যে ব্যক্তি লোক-দেখান উদ্দেশ্যে রোযা রাখে সে শিরক করে এবং যে ব্যক্তি লোক-দেখান উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করে সেও শিরক করে।"

একটি মশহুর হাদীসে বলা হ'য়েছে—নাম ও খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি জিহাদ ক'রতে করতে জীবন দিয়ে ফেলে তাকে,—যে ব্যক্তি নাম ও সুখ্যাতির জন্য দীনি-ইল্‌ম হাসিল ও প্রচার ক'রে তাকে এবং যে ব্যক্তি সুনামের উদ্দেশ্যে নিজের ধন-সম্পদ খয়রাত ক'রে তাকে কিয়ামত দিবসে মুখের ভারে টান্‌তে টান্‌তে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হ'বে।

৩। আল্লাহ ছাড়া অপর কারুর উদ্দেশ্যে মানত করা ঃ

অভীষ্ট লাভের জন্য একমাত্র আল্লার কাছে প্রার্থনা জানানই হচ্ছে তওহীদের বহিঃপ্রকাশ। কারণ, মানুষের অভিলাষ পূর্ণ করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারুরই নাই। ফলে, কেহ যদি নিজ অভিষ্ট লাভের আকাংখায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারুর উদ্দেশ্যে মানত করে তা হ'লে তা শিরক ব'লে পরিগণিত হবে। সেইরূপ আল্লাহ ছাড়া অপর কারুর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে কোন জানোয়ার অথবা অন্য কোন দ্রব্য কুরবানী করাও ঐ কারণে শিরকী কাজ ব'লে পরিগণিত হবে।

ঐ একই কারণে আল্লাহ ছাড়া অপর কারুর নিকটে সন্তান প্রার্থনা করা, রোগ মুক্তি চাওয়া প্রভৃতিও শিরকী কাজ ব'লে গণ্য হবে। এই ধরণের কাজগুলোকে 'শিরক' বা প্রকাশ্য শিরকী কাজ বলা হয়।

৪। আল্লাহ তা'আলার আদেশ নির্দেশ পালন করা প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য—ফরয। কাজেই আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অপর কারুর আদেশ নির্দেশ যে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার আদেশ নির্দেশের বিরোধী হয় সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নির্দেশকে অগ্রাহ্য ক'রে অপরের আদেশ নির্দেশ পালন করাও এক প্রকার শিরক ব'লে গণ্য হবে। এ সব ব্যাপারে মানুষের নফস ও প্রবৃত্তিকে আল্লাহ তা'আলার দোসররূপে মান্য করা হয় ব'লে এগুলো শিরক-এর পর্যায়ে পড়ে। এই ব্যাপারের দিকে ইঙ্গিত ক'রে কুরআন মজীদের দু' জায়গায় বলা হ'য়েছে, "হে রসূল, যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে নিজের মা'বুদরূপে গ্রহণ করেছি তার সম্বন্ধে আপনি কী মনে করেন!" সূরা আল-ফুরকান ৪৩ এবং সূরা আল্‌ জাসিয়া ২৩ আয়াত।

আবার আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি তার রব্বের সমুখে উপস্থিত হওয়ার ভয়ে নফসকে তার প্রবৃত্তি পালন থেকে বিরত রাখে নিঃসন্দেহে তার ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।" আরও য়াহুদ ও নাসারা জাতি আল্লাহ তা'লার আদেশ নির্দেশ অগ্রাহ্য ক'রে আলিমদের ও পীরদের আদেশ নির্দেশ অনুযায়ী চলত ব'লে আল্লাহ তা'আলা তাদের ঐ গর্হিত কার্য্যের বীভৎসতার দিকে ইঙ্গিত ক'রে বলেন,

"তারা আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে তাদের আলিম ও তাপসদেরে রব্ব রূপে গ্রহণ ক'রেছে।" সূরা আত-তওবা, ৩১ আয়াত।

তারপর আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ স:-কে এই নির্দেশ দেন, "হে রসূল, আপনি বলুন "ওহে আহলুল কিতাব, তোমরা এমন একটি মতে এসো যে মতটি তোমাদের ও আমাদের উভয় পক্ষেরই অনুমোদিত। তা' হচ্ছে এই—আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারুর ইবাদৎ ক'রবনা, আল্লার সঙ্গে কাউকে শরীক করব না এবং আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে একে অপরকে রব্ব ব'লে গ্রহণ ক'রব না।"

আল্লাহ তা'আলার এই প্রকার নির্দেশের কারণে ইসলামের সকল ইমাম পৃথক পৃথক ভাবে ঘোষণা করেছেন, "আমার কথা যখনই আল্লাহ তা'আলার ও তাঁর রসূলের নির্দেশের বিরোধী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাবে তখনই তোমরা আমার কথা অবশ্যই বর্জন ক'রবে।

ব্যক্তি ভেদে শিরকের প্রকার ভেদ ঃ

এমন অনেক কথা রয়েছে যার তাৎপর্য শিরকী; কিন্তু ঐ তাৎপর্য যে ব্যক্তি বুঝেনা সে ঐ কথা ব'লতে মোটেই দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ কথার তাৎপর্য বুঝে তার মুখ দিয়ে ঐ ধরণের কথা বের হ'লে তার অন্তর কেঁপে উঠে। আমরা সচরাচর ব'লে থাকি "অমুক খাদ্য গ্রহণের ফলে আমার অমুক অসুখ হ'য়েছে।" আমরা এই ধরণের কথা বলবার সময় একবারও ভাবি না যে, কথাটি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। একজন বিখ্যাত অলী সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি এক দিন সকালে বলেছিলেন, "রাত্রে দই খেয়েছিলাম ব'লে আমার পেটের এই অসুখ হ'ল।" কিছুদিন পরে তিনি যখন আল্লার দরবারে বলতে থাকেন, "আল্লাহ আমি সব রকম গুনাই হয়ত ক'রেছি কিন্তু নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, আমি কখনও শিরক করি নাই। অতএব আপনি আমার গুনা খাতা মাফ করুন।" এইভাবে তিনি মুনাজাত করতে থাকাকালে হঠাৎ তার আত্মা আপত্তি জানিয়ে বলল, "মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা! তুমি না সে দিন বলেছিলে 'দই খাওয়ার ফলে তোমার পেটের অসুখ হয়েছিল।' 'দই'-এর কী শক্তি আছে কোন রোগ আন্‌বার? পেটের অসুখ জন্মাবার? আল্লাই তো ঐ রোগ দিয়েছিলেন। তুমি নিঃসন্দেহে শিরক করেছ, তওবা কর।"

আদম সন্তানের মনে শিরকের প্রবণতা এবং উহা দমনের উপায় ঃ

নানা কারণে মানুষের মন শিরকের দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে থাকে। **প্রথম কারণ ঃ** মানুষ প্রত্যেক্ষভাবে যে জ্ঞান লাভ করে ঐ জ্ঞান সে তার ইন্দ্রিয়াদির মারফতেই হাসিল করে থাকে। সাধারণ লোকের জ্ঞান এইখানেই ক্ষান্ত হয়, এর বেশী অগ্রসর হয় না। তারা প্রত্যক্ষভাবে গোচরীভূত ব্যাপারের পশ্চাতে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে যায় না; তারা দুনিয়ার প্রত্যেকটি ব্যাপারে অব্যবহিত প্রত্যক্ষ কারণটির জ্ঞানকেই চরম জ্ঞান-লাভ ব'লে বিবেচনা ক'রে আত্ম প্রসাদ লাভ করে। তাদের বুদ্ধি পরম কারণের সন্ধানে মোটেই অগ্রসর হয় না। ফলে সাধারণ লোক স্বভাবতঃ গোচরীভূত কারণটিকেই পরম কারণ বিবেচনা ক'রে সকল ব্যাপারের নিয়ন্তা হিসেবে সেই কারণটিকেই গ্রহণ ক'রে বসে। কাজেই এ কথা অসংকোচে বলা যেতে পারে যে, মানুষের স্থূল বুদ্ধি হচ্ছে শিরক-প্রবণ এবং খাঁটি তওহীদের জ্ঞানলাভে অন্তরায় বিশেষ।

দ্বিতীয় কারণ ঃ—

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে পরিবেশ। শিরকী পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ ক'রে শিরকী পরিবেশে বর্দ্ধিত হওয়া, শিরকী ভাবধারায় পরিপূর্ণ পুস্তকাদি পাঠ ইত্যাদির ফলে মুসলিমের অন্তরে তার অজ্ঞাতসারে শিরকী ধারণা ও কুসংস্কার নিজ আসন করে নিচ্ছে।

তৃতীয় কারণ ঃ—

তৃতীয় কারণ হচ্ছে শারী'আতের ইল্‌ম ব্যাপারে অজ্ঞতা। বর্তমানে বহু লোকেই নামায-রোযা, নিকাহ-তালাক প্রভৃতি হুকম-আহকাম জানবার জন্য ফিকাহ্‌র বহু কিতাব তন্ন তন্ন ক'রে বছরের পর বছর অধ্যয়ন ক'রে যায় কিন্তু আকায়িদ সম্বন্ধে লোকে খুই কমই প্রামাণ্য গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন ক'রে থাকে। রসূলুল্লাহ সঃ-র হাদীস সমূহে এবং কুরআন মজীদের তফসীর সমূহে আকায়িদের বিষয়গুলো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তা পড়ে কয়জন? আর যাঁরা পড়েনও তাঁদের মধ্য থেকে খুব কম লোকেই ঐ মস্‌আলাগুলো অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝবার ও উপলব্ধি করবার চেষ্টা ক'রে থাকেন। বলাবাহুল্য, শারী'আতের মূলেই হচ্ছে আকায়িদ। অথচ, এই ব্যাপারে মুসলিমেরা গতানুগতিকতায় গা ঢেলে দিয়েছে।

বর্তমানে মুসলিম সমাজের এক বিশাল অংশ শিরকের মধ্যে নানাভাবে জড়িত হ'য়ে আকণ্ঠ নিম-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জ্জিত হয়েছে। বহু লোক পীরদেরে, অলীদরবেশদেরে এমন কি পাগলা ফকীরদেরে 'রওশন যমীর'—'সবজানতা' ব'লে বিশ্বাস ক'রে আল্লার সর্বজ্ঞতা গুণে শিরক ক'রে চলেছে। দ্বিতীয়তঃ অলীদরবেশদের ইন্তিকালের পরে অনেক লোকে বিশ্বাস করে যে, 'তাঁরা মরেন নাই' 'তাঁরা পয়দা ক'রেছেন,' এবং তাই তারা তাঁদেরে সর্বজ্ঞ ও সর্ব ক্ষমতার মালিক জ্ঞানে তাঁদের কবরে গিয়ে নিজেদের হাজত পূরণের জন্য প্রার্থনা জানায়। তা ছাড়া কোন কোন মুসলিম দল পীরদের সিজদা করে এবং অলী দরবেশদের কবরকে সিজদা করে শিরক ক'রে থাকে। আবার বহু মুসলিম বিশ্বাস রাখে যে, মিলাদ মজলিসে রসুলুল্লাহ সঃ রূহ উপস্থিত হন। এইভাবে তারা আল্লাহ তা'আলার সর্বত্র বিরাজমান গুণে রসুলুল্লাহ সঃ-কে শরীক ক'রে থাকে। দুঃখের বিষয় পীর-মুরিদী প্রতিষ্ঠান, অলী দরবেশের দরগা ও কবর পূজার প্রতিষ্ঠান এবং মিলাদের প্রতিষ্ঠান—এই সব কয়টি প্রতিষ্ঠানই রীতিমত ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে ব'লে এই প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে বিজড়িত শিরকী ধারণা ও আচরণ দূর করা বেশ আয়াসসাধ্য।

যাহা হউক, উপরিউক্ত শিরকী বিশ্বাস ও কার্যাবলী নিরাকরণের জন্য একটি দেশব্যাপী বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান থাকা একান্ত আবশ্যক। বর্তমানে সারাদেশে এমন তিন প্রকরণের প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা ইচ্ছা করলে এ ব্যাপারে কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে, সরকার পরিচালিত রেডিও প্রতিষ্ঠান, দ্বিতীয়টি হচ্ছে মৌলিক ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং তৃতীয়টি হচ্ছে তবলীগী জামাআত সমূহ। এই প্রতিষ্ঠান গুলো যদি শিরক দূরীকরণে একযোগে আন্তরিকতার সাথে কাজ ক'রে যায় তা হ'লে আশা করা যায় যে, মুসলিম সমাজ অদূর ভবিষ্যতে অনেকটা শিরক মুক্ত হ'তে পারবে।*

* [ইসলামিক একাডেমীর উদ্যোগে ২৪শে জানুয়ারী ১৯৬৫ ইং তারিখে একাডেমী সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সিম্পোজিয়ামে পঠিত।]

www.ahlehadeethbd.org

কবি আকবর এলাহাবাদী

॥ এম মওলা বখশ নদবী ॥

আমার কৈফিয়ত

উনাবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুসলিম ভারতের ভাগ্যাকাশে যে তিনজন সমাজ সংস্কারক দরদী কবি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা হইতেছেন—মওলানা আলতাফ হুসাইন হালী, সাইয়েদ আকবর হুসাইন এলাহাবাদী এবং পাকিস্তানের স্বপ্ন-দ্রষ্টা জাতীয় মহা কবি মোহাম্মদ ইকবাল। এই তিন জনই নিজ নিজ বর্ণনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য লইয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিলেন। কবি হালী মরহুম ইসলামের তথা মুসলিম জাতির জোয়ার ভাটার করুণ চিত্র অঙ্কন করিয়া জাতির প্রাণে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি ভবিষ্যত কর্ম-সূচীর সন্ধান প্রদান করিয়াও আশার বাণী শুনাইয়া যান। মহাকবি ইকবাল মুসলিম জাতির মুর্দাদেহে আত্ম-প্রত্যয়ের প্রাণ সঞ্চার করিয়া তাহাতে প্রবল উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মুসলিম বাংলা ইকবাল ও হালীর কিছুটা পরিচয় লাভ করিয়াছে কিন্তু কবি আকবরের সহিত তাহারা এখনও অপরিচিত বলিয়াই মনে হয়। সেই জন্য আমি এই মহান সংস্কারক কবির সহিত পাকবাংলার ইসলামী ঐতিহ্য প্রিয় শিক্ষিত সমাজকে কিছুটা পরিচিত করার এবং তাঁহাদিগকে উর্দু সাহিত্য ভাণ্ডারে রক্ষিত তাঁহার কতকগুলি অমূল্য রত্ন উপহার দিবার প্রয়াস পাইয়াছি। উর্দু সাহিত্যে কবি আকবরের মত আর কেহই সংস্কার মূলক ব্যঙ্গ কবিতা রচয়িতা জন্ম গ্রহণ করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই দরদী কবির প্রত্যেকটি কবিতার ভিতরে, তাঁহার মনের গোপন বেদনা ও বাসনা যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাঁহার সমাজ দরদী মনের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায়। আমি বহু আয়াস স্বীকার করিয়া তাঁহার কাব্য-চমন হইতে কতকগুলি ফুল বাছিয়া লইয়া সেগুলিকে প্রথমে সুবিন্যস্ত করিয়া পরে সঙ্গে সঙ্গে উহার পদ্যানুবাদে মালা গাথিয়া পেশ করিব।

এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় কবিতার ভাব বজায় রাখিয়া অনুবাদ করার কাজ কত দুঃসাধ্য এবং দুঃসাহসিক তাহা কেবলমাত্র এই পথে পদক্ষেপকারীর পক্ষেই অনুভব্য। আমার প্রচেষ্টার ত্রুটী বিচ্যুতি সম্পর্কে আমি স্বয়ং সচেতন তবে ভরসা এই যে, মানুষ একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও কখন কখন তিক্ত দ্রব্যও ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাই আমি পাঠক পাঠিকাগণকে একবার এই কটু-কষা রচনা পড়িয়া দেখিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতেছি। আশাকরি ইহার সাদ তিক্ত হইলেও সেবনের পর ইহা তাহাদের মন-প্রাণকে সতেজ ও সবল করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। সর্বপ্রথম তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত হইল। অতঃপর কবি স্বীয় জীবনের বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষে যেসব পদ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন সেই গুলির ঘটনা পরম্পরা আলোচনা সহ অনুবাদ প্রদান করিব।

অনুবাদক

(রচনা কাল : চৈত্র—১৩৬০ বাংলা)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সংক্ষিপ্ত জীবনী

মুসলিম সমাজ সংস্কারক ইসলামী ঐতিহ্য ও তামাদ্দুনের বাহক, পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচক, শরীওতের পাবন্দ এবং ইসলামী পর্দার একনিষ্ঠ সমর্থক বিখ্যাত কবি আকবর হুসাইন এলাহাবাদী ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত কাছবা—'বারাহা'র এক বিশিষ্ট সাইয়েদ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতামহের নাম সাইয়েদ ফযল মোহাম্মদ নাযের, তিনি শীয়া মতাবলম্বী ছিলেন। ফযল মোহাম্মদ সাহেবের তিনপুত্র—সাইয়েদ ওয়ারিস আলী, সাইয়েদ ওয়াসেল আলী এবং সাইয়েদ তাফায্যোল আলী। তিন ভ্রাতাই সৎস্বভাব, মার্জিত রুচী-সম্পন্ন ভদ্র লোক ছিলেন। সাইয়েদ তাফায্যোল আলী সুফী খেয়াল ও দরবেশ ভাবাপন্ন লোক ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর দুই পুত্র সাইয়েদ আকবর হাসান এবং সাইয়েদ আকবর হুসাইনও পিতার গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ফযল মোহাম্মদ সাহেবের পর তাঁর পুত্র-পৌত্রগণ সকলেই সুন্নী হইয়া যান। সাইয়েদ ওয়ারিস আলী 'বারাহার' তহসিলদার ছিলেন, তিনি স্বীয় ভ্রাতাগণকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সাইয়েদ তাফায্যোল আলী স্বপরিবারে তাঁরই সাথে বসবাস করিতেন, তাঁর পুত্রদ্বয় চাচার নিকট অতি আদর ও যত্নের সাথে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষা—উর্দু, ফারসী এবং অঙ্ক পিতার কাছেই শিক্ষা লাভ করেন। পিতা ইংরেজী না জানায় শিক্ষক রাখিয়া ইংরেজী পড়াইবার ব্যবস্থা করেন। সাইয়েদ আকবর হুসাইন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-জেহাদকালে ইংলিশ প্রাইমার সমাপ্ত করেন। ইহার পর ইংরাজী শিক্ষা করার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ জন্মায়। তিনি ব্যক্তিগত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে ইংরেজীতে এতটা যোগ্যতা অর্জন করেন যে, কোন প্রকারে লিখিতে পড়িতে পারিতেন এবং কখন কখন ভুলও করিয়া বসিতেন। তিনি সাধারণতঃ কথোপকথনে আধা ইংরেজী এবং আধা উর্দু মিশান ভাষা ব্যবহার করিতেন। অবশ্য উত্তরকালে ইহার সংশোধন হয় এবং ইংরেজীতে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন।

বিবাহ

খান্দানের প্রথা অনুযায়ী আকবর, পনের বৎসর বয়সে তাঁর স্বগোত্রীয় মেয়ে খাদীজা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্ত্রী স্বামীর অপেক্ষায় বয়সে চারি বৎসর বয়ো জেষ্ঠা ছিলেন, তা ছাড়া উভয়ের প্রকৃতিও বিপরীতমুখী ছিল। সেইজন্য তাঁদের মধ্যে সত্যিকার সদ্ভাব ও ভালবাসা গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ফলে মন কষাকষি ক্রমেই বাড়িয়া চলে। অবশেষে আকবর, এলাহাবাদের মীর ইমদাদ হুসাইনের কন্যা ফাতিমা সোগরার পাণি গ্রহণ করেন। এই বিবাহের ফলে দুই সতীনের ঝগড়া শুরু হয় এবং বাড়ীতে অশান্তির ঝড় বহিতে থাকে। কিছুদিন এইরূপ চলার পর খাদীজা খাতুন স্বেচ্ছায় পিত্রালয়ে চলিয়া যান এবং আকবর তাঁর জন্য মাসিক চল্লিশ টাকার মুশাহরা নির্দ্ধারিত করেন এবং নিয়মিতভাবে তাহা দিতে থাকেন। নূতন গৃহিণী ফাতিমা সোগরা স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম নিপুর্ণতায় গৃহের সব কিছু গুছাইয়া লন এবং বাড়ীতে শান্তির হাওয়া প্রবাহিত হয়। খাদীজা খাতুনের গর্ভে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা মায়ের কাছেই থাকে। কিন্তু যৌবনে অকাল মৃত্যুবরণ করে। শোকাবিভূত খাদীজা খাতুন সারা জীবন একাকিনী কাটাইয়া সন, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

www.ahlehadeethbd.org

কবির দ্বিতীয় বিবি ফাতিমা সোগরা পরে আকবরী বেগম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি শুধু অতি সুনিপুণা গৃহিণীই ছিলেন না বরং পতিপ্রাণা বিবিও ছিলেন। তাঁর আগমনের পর হইতে বাটীর অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়া যায় এবং কবিরও সব দিক দিয়া সম্মান ও সমৃদ্ধি বাড়িয়া চলে। ফাতিমার গর্ভেও দুইপুত্র জন্ম গ্রহণ করে—মোহাম্মদ হাশেম এবং ইশরাত হুসাইন। ইশরাত হুসাইন উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট পদে উন্নীত হন। হাশেম মিয়া মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে মারা যায়। ইশরাত হুসাইনের চার পুত্র মোহাম্মদ আসলাম, মোহাঃ মুযাফ্ফার, মোহাঃ আকীল এবং সোলায়মান। কবি আকবর হুসাইন স্বীয় অধ্যবসায় ও সাধনার বলে অতি নিম্ন অবস্থা হইতে ক্রমান্বয়ে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। প্রথম জীবনে তাঁকে রুযীর ফিকিরে বহু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। সে সময় আজকালকার মত চাকুরি পাওয়া দুরূহ ব্যাপার না হইলেও তজ্জন্য ইংরাজীতে বিশেষ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি অপরিহার্য্য ছিল। ইংরাজীতে এই প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকায় তাঁহাকে বহু দিন পর্য্যন্ত চাকুরীর অন্বেষণে পেরেশান হইতে হয়। এই অবস্থায় তিনি আফসোস করিয়া লিখেন :

کچہر یون میں ھے پرسش گریجئیون کي
سڑک پر مانگ ھے قلیون اور متیون کي
نہین ھے قدر تو کچھ علم دین و تقوی کي
خرابی ھے تو فقط شیخ جی کے بیٹون کی

কোর্টে আদর গ্রাজুয়েটের
পথে চাহিদা কুলি মুটের,
দীনী এল্‌মের নয়কো কদর,
যত খারাবী শেখ ছেলের।

কবি দিবারাত্রি চাকুরির অনুসন্ধান রত অবস্থায় বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,

سید بننا ھے تو بنو سر سید
ھونا ھو خان تو تم ھو انگریزی خوان

সাইয়েদ হইতে চাও যদি সার সাইয়েদ হও তবে
খান হইবার ইচ্ছা হলে ইংরেজী খাঁ হও সবে।

একদা জনৈক ব্যক্তি কবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়িতেছেন, কোন্ ডাক্তারের চিকিৎসাধীন আছেন? কবি জবাব দিলেন "আমি ঔষধে বিশ্বাসী নই, রোগ নিজের কোর্স পূরা করিয়া আপনা আপনি চলিয়া যাইবে"। এ প্রসঙ্গে তিনি একথাও বলিলেন :

طبیبون کو تو اپنی فیس لینا اور دوا دینا
خدا کا کام ھے فضل و کرم کرنا شفا دینا

ডাক্তারদের পেশা হলো ঔষধ দেওয়া, ফিস লওয়া,
আল্লাতালার কাজ হইল রহম করা শেফা দেওয়া।

জনৈক হাকিম ছাহেব যকৃত দোষের কারণে হজম শক্তির দুর্বলতার জন্য তাঁকে কিছুদিন উষ্ট্রীর দুধ পান করার উপদেশ দেন। শুনিয়া কবি বলিলেন, পিতামাতা শৈশব কালেই ভুল করিয়া ছিলেন যদি তাঁরা সেই সময় আমাকে কোন দীর্ঘকায়া ধাত্রীর দুধ পান করাইতেন তবে আজ এই সমস্যার উদ্ভবই হইত না।

তারপর বলিলেন,

اگر کچھ زندگي باقی ھے اچھا ھو ھی جاؤنگا
وگر نہ جس طرح سب سو گئے ھین سو ھی جاؤنگا

"যদি আয়ু আরো বাকী থাকে কিছু
যাবই আমি সুস্থ হয়ে
নতুবা যেমন সকলে শুয়েছে
তেমনি আমিও যাব শুয়ে।

Contents
www.ahlehadeethbd.org

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর যখন শেষ সময় উপস্থিত হইল তখন টেলিগ্রাম করিয়া কবির পীর জনাব খাজা হাছান নেযামী ও পুত্র ইশরাত হুসাইনকে খবর দেওয়া হইলে তাঁহারা আগমন করিলেন এবং তাঁহাদের সম্মুখে পাক ভারতের এই সংস্কারক ও সাধক কবি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ৯ই সেপ্টেম্বর মহর্রম মাসে অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় দুনিয়া হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। (ইন্না…)

কবি গওহার কবির ইন্তেকালের উপর যে তারিখী পদ্য লিখিয়াছিলেন তাহার অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

محرم میں لسان العصر اکبر بہی جنان پہنچے

(۱۳۴۵ سنہ ہجری)

"মহর্রমে যুগের যবান কবি আকবর স্বর্গে গেলেন"।

—১৩৪৫ হিজরী।

কবি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে যমুনা ব্রীজের জনৈক কন্‌ট্রাক্টরের অধীনে মাত্র পনের টাকা বেতনে কিছু দিন চাকুরি করেন।

তারপর তিনি দৃঢ় সংকল্প সহ কঠিন পরিশ্রম করিয়া ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন এবং কিছু পারদর্শিতা লাভের পর প্রথমে রেলওয়ে বিভাগে তিন বৎসর চাকুরি করেন। পরে আইন অধ্যয়ন করতঃ ১৮৬৮ (খৃঃ) সালে ওকালতী পাশ করিয়া এলাহবাদে আইন ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দেন। এই পেশায় তাঁহার সাফল্য ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তিনি ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। কখন আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া আবগারী ইন্সপেক্টর, কখন সাবডেপুটি এবং মুনসেফ রূপেও চাকুরীতে নিয়োজিত হন। সর্ব শেষে ১৮৭৩ সালে অ্যাড্‌ভোকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এলাহবাদ হাই কোর্টে প্রাক্‌টিস শুরু করেন। সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর আইন বিষয়ক সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং যুক্তি তর্কের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। অতঃপর গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

ফলে তিনি সাব জজ, সেশন জজ এবং হাই কোর্টের জজ রূপে ১৯০৫ সালে চাকুরীর জীবন সমাপ্ত করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাঁর জুডিসিয়াল বিষয়ে গভীর জ্ঞানের জন্য ১৯০৭ সালে খান বাহাদুর উপাধিতে বিভূষিত করেন। পরিতাপের বিষয় যে, পেনশন গ্রহণের পর তাঁর ভাগ্যে সুখ স্বস্তি বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। কেননা এই সময় তাঁর প্রিয়তমা আকবরী বেগম ইন্তেকাল করেন। কবি তাঁর বিরহ ব্যাথায় বিলাপ করিয়া লিখিয়াছেন,

آمادہ حریف ہیں ستانے کے لئے
اور دکھ میں شریک ہونے والا نہ رہا

....

زندہ ہوں تو مجھ پر ہنسنے والے ہیں بہت
مر جاؤں تو کوئی رونے والا نہ رہا

"কষ্ট দিতে আমাকে সব প্রতিপক্ষগণ তৈয়ার,
আর যে কেহ রইল নাক আমার দুঃখে সঙ্গী হবার
থাকলে বেঁচে আমার পরে হাসতে বহু থাকবে লোক
মরলে পরে আমার লাগি করবে কেঁদে কে আর শোক"

(اکبر)

পীড়া ও ইন্তিকাল

কবি বহু দিন যাবত পুরাতন আমাশয়ে ভূগিতে ছিলেন কিন্তু কোন দিনই ভাল ভাবে চিকিৎসা করার দিকে নযর দেন নাই এবং নিয়মিত ভাবে ঔষধও সেবন করেন নাই, ফলে তিনি ক্রমশঃ দুর্বল হইতে হইতে অবশেষে শয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই অবস্থায় তিনি লিখেন,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

آرام کی تلاش نے رکھا ہے بے قرار
ہر خواہش سکون سبب اضطراب ہے

"আরাম তলব করা, আমাকে করিয়া দিয়াছে বেকারার
উদ্বেগেরি কারণ হলো শান্তি চাওয়া মোর হিয়ার।"

একদা এইরূপ পীড়িত অবস্থায় কোন কারণে বাড়ীর সকলের উপর চটিয়া গিয়া কবি বলিলেন,

بوڑھوں کے ساتھ لوگ کہاں تک وفا کریں
لیکن نہ موت آئے تو بوڑھے کیا کریں

"করবে লোকে হৃদ্যতা আর কত বুড়োর সাথে
মরণ যদি না আসে ত কি দোষ বুড়োর তাতে!"

কবি এক দিন বলিলেন, "লোকে অভিযোগ করে যে আমি নাকি অহংকার করিয়া আমার সাক্ষাৎকারীদের সাথে প্রতি-সাক্ষাতের জন্য তাহাদের বাড়ী যাইনা, এটা তাদের ভুল ধারণা। এর আসল কারণ হইতেছে আমি স্বীয় দুর্বলতার জন্যই কোথাও যাইতে পারিনা।" এ সম্বন্ধে তিনি লিখিলেন,

خلق مجھسے طالب پابندی اخلاق ہے
میری حالت یہ کہ مجھ پر تھینک یو بھی شاق ہے

'মোলাকাতের নিয়ম মেনে চলতে মোরে সবাই কয়'
আমার এমন হাল হয়েছে থ্যাঙ্ক দেওয়াও কঠিন হয়।

একদা কবি বন্ধু-বান্ধবদের সাথে অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। কবি বলিলেন:—হিন্দুস্তানীরা যতই চেষ্টা করুকনা কেন, ব্রিটিশের অধীনে তাদের প্রকৃত উন্নতি লাভ করা সম্ভব হইবে না। কারণ বৃটীশের আইন কানুনগুলি এমনভাবে রচিত ও প্রবর্তিত হইয়াছে যে, তার দ্বারা প্রকৃত কল্যাণলাভ সম্ভবপর নয়। ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিয়া বলেন, কোন পশু শস্য খাইয়া মল ত্যাগ করিলে সেই মলের সাথে কিছুটা আস্ত শস্য দানাও বাহির হইয়া আসে এবং সেগুলি দেখিতে বেশ অবিকৃত বলিয়াই মনে হয় অথচ উহা বপন করিলে কখনও অঙ্কুরিত হয় না। এ সম্বন্ধে আমি বলেছি:—

دانے کو ہے حق نشو نما اس سے تو انکار نہیں اکبر
لیکن یہ بتاؤ تو مجھکو وہ کھیت میں ہے یا پیٹ میں ہے

"বীজের বাড়ার অধিকারকে করেনা আকবর অস্বীকার।"

কিন্তু আমায় বলে দাও উহা কি ক্ষেতে ছিল না, পেট মাঝার।

এক সময় জনৈক মুসলিম যুবক এক পার্সী রমণীর প্রেমে পড়িয়া অবশেষে তার পাণি গ্রহণ করে। তারপর প্রশ্ন উঠে যে পারসিকরা কি আহ্লে কিতাব? যদি তারা আহ্লে কিতাব না হয়, তা হইলে কি করিতে হইবে? মেয়েটির সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করিলে মুসলমানরা ভীষণ ভাবে ক্ষেপিয়া উঠিবে এবং প্রবল বাধা সৃষ্টি করিবে। ফলে তাহাকে ইসলামে দীক্ষিত করা কি অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে? এইসব আলোচনার কথা শুনিয়া কবি বলিলেন, মানুষ প্রথমে স্বীয় প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া হঠাৎ একটা কাজ করিয়া বসে। তারপর উহা জায়েয না যায়েয তাহা লইয়া মাথা ঘামায়, আমি এ সম্বন্ধে বলিয়াছি,

پہلے ہوتی ہے حسرت زن پیدا
پھر بعد اسکے بحث نیشن پیدا

"প্রথমে হয় রমণীর লোভ সৃষ্টি,
তার পরে খোঁজে নেশন এবং কৃষ্টি।"

একদিন কবির কাছে এক গ্রাজুয়েট যুবকের আগমন ঘটে। তিনি কবির সহিত ইসলামী ইতিহাস লইয়া আলাপ-আলোচনা করেন। কবি তাঁর ঐতিহাসিক জ্ঞান দেখিয়া খুব মুগ্ধ হন।

www.ahlehadeethbd.org

এই কথা বার্তা চলা কালে মাগরিবের আযান শুনা গেল এবং যুবকটি তাড়াতাড়ি বিদায় নিল। কবি অপর সঙ্গিগণ সহ মসজিদের দিকে রওয়ানা হইলেন এবং যুবকটি অন্য পথে পা বাড়াইল। কবি তৎক্ষণাৎ বলিলেন,

دل میں خاک اڑتی ہے خالی لہجہ
ولب دیکھئے
مذہب اب رخصت ہوا' تاریخ
مذہب دیکھئے

"মনের মাঝে উড়ছে ধুলা ওষ্ঠে দেখো ছাঁদ কথার
ধর্ম এখন বিদায় নিল, পড়ো ইতিহাস তাহার"

একদা কবি কোন এক দার্শনিক মাওলানার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, মাওলানা এত কাল খোদার প্রতি ব্যাঙ্গোক্তি করিতে করিতে এখন আবার খোদা প্রাপ্তির স্বপ্ন দেখিতেছেন। সেদিন তিনি বলিতেছিলেন "আমি আজকাল মাওলানা রুমীর 'মসনবী' পড়িতেছি, দেখি তিনি খোদা-প্রাপ্তির পথ কি ভাবে অতিক্রম করেন।

তিনি বলেন, মাওলানা প্রথমেই স্বীয় দর্শন শাস্ত্রে অভিজ্ঞতার অহমিকায় মযহাব সম্বন্ধে স্বীয় বিরূপ মতামত প্রকাশ করিয়া মুসলিমগণকে ভুমশন করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন আবার মওলানা রুমীর মাধ্যমে খুদাতত্ব শিখিবার ভান করিতেছেন। আমি দোওয়া করিতেছি আল্লাহ যেন তাঁহাকে নাস্তিকতা মুক্ত করিয়া ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করান। কবি বলেন,

مسجد میں شیخ صاحب گرجا میں لاٹ صاحب
بدھو فلاسفی کے کمرے میں سڑ رہے ہیں
خاک اڑ رہی ہے گھر میں ڈیوڑھی
میں غل مچا ہے
مذہب کے ہیں مخالف' بھائی سے
لڑ رہے ہیں

"শেখ সাহেব মসজিদে আর লাট সাহেব গীর্জাতে,
বুদ্ধু ভায়া পচছে প'ড়ে দার্শনিকের কামরাতে,
উড়ছে ধুলা ঘরের মাঝে, সদর দ্বারে হট্টগোল,
দ্বীন-বিরোধী হ'য়ে করে ভাই এর সাথে গণ্ডগোল।

একদিন কবি বন্ধুগনের নিকটে অসন্তুষ্টির সাথে বলিলেন আপনারা বোধ হয় শুনিয়াছেন, আমি পর্দার পক্ষপাতী হওয়ায় অনেক মহিলা আমাকে গালাগালি দিয়া এই মন্তব্য করিয়াছে 'কবি আকবরের কবিতা স্ত্রী জাতিকে অবনতির অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করিবে". আমি কসম করিয়া বলিতে পারি, এই লেখা কোন মহিলার নয় কোন পুরুষ মহিলার ছদ্মবেশে ইহা বলিয়াছে। বর্তমানে পুরুষদের মধ্যে এতটা সাহস নাই যে, তাহারা সরাসরি আমার সম্মুখীন হইতে পারে। এই জন্য এক কল্পিতা নারীকে সামনে ধরিয়া তার মুখ দিয় আমাকে গালি দিতেছে। তাই আমি বলিয়াছি:

حمایت میں نے پردے کی تو کی تھی
خوش مزاجی سے
مجھے دلوار ہے ہیں گالیاں وہ اپنی
باجی سے

"পর্দার সমর্থনে বলেছি যা কিছু তাহা সরল মনে,
সে গালাগালি দেওয়ায় আমায়—দাড় করায়ে
আপন বোনে।

এক সময় লাহোর হইতে প্রকাশিত 'তাহযিবে নিসওয়ান' পত্রিকার সম্পাদক উক্ত পত্রিকার কোন এক সংখ্যায় লিখেন, আফসোস! যদি জনাব আকবর এলাহাবাদীর লিখনী পর্দার বিপক্ষে না গিয়া তার স্বপক্ষে এবং যুগের চাহিদা অনুযায়ী চালিত হইত তাহা হইলে সমাজের বহু মঙ্গল সাধিত হইত এই মন্তব্য পড়িয়া কবি বলেন:

اس بزم میں وہ کہتے ہیں ہمیں
موقع کے موافق بات کرو
اور ہم نے یہ دل میں ٹھانی ہے کہ
دل کی کہیں یا کچھ نہ کہیں

"বলছে মোরে এই আসরে মনের মত বলতে কথা,
পণ করেছি চুপ রহিব্ যে জানাব প্রাণের ব্যাথা"

[ক্রমশঃ]

মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর সাহিত্য-কর্ম

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

"বাঙালী মুসলমানকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য একালে যে কয়জন মনীষী দক্ষ হাতে লেখনী চালনা করেন তাঁহাদের মধ্যে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী চিন্তার স্বকীয়তা ও বলিষ্ঠতায় বিশেষ মর্যাদালাভের অধিকারী।" (মাহে নও ১৩৬৭, ৪র্থ সংখ্যা,)

বাঙলা সাহিত্যের একজন অনুধ্যায়ী পাঠক ও বিশিষ্ট সমালোচক—জনাব কবি আবদুল কাদির সাহেব মওলানা মরহুমের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার জীবনী ও সাহিত্য অবদানের আলোচনার সূচনায় উপরোক্ত মন্তব্য করেন

বাঙলা একাডেমী বাঙলা ভাষায় তাঁহার রচিত সাহিত্য কর্মে চিন্তার স্বকীয়তা এবং বলিষ্ঠতা ছাড়াও ইসলাম সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা মূলক তথ্য ও তত্ত্বমূলক অবদানের জন্য একাডেমী পুরস্কারে তাঁহাকে সম্মানিত এবং স্বীকৃতি প্রদান করেন।

কিন্তু বোধ হয় ঐ পর্যন্তই। ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা মূলক রচনার ধৈর্যশীল ও উৎসাহী পাঠক পূর্ব পাকিস্তানে এখনও তেমন গড়িয়া উঠে নাই। সাহিত্য লইয়া যাহারা আলোচনা এবং সমালোচনা করেন তাহাদের অনুগ্রহ দৃষ্টিও এদিকে বড় বেশী এযাবৎ আকৃষ্ট হয় নাই। হইলে এ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের যে কয়খানা ইতিহাস গ্রন্থ এবং যে সব সাহিত্য-সমালোচনা প্রবন্ধ পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মওলানা মরহুমের সাহিত্যপ্রতিভা এবং অবদানের অন্ততঃ কিছুটা স্বীকৃতি থাকিত।

বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক জীবিত এবং সাম্প্রতিক কালে পরলোকগত সাহিত্যিকগণের একটি জীবনী সঙ্কলন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে এবং উহার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক স্কন্ধের জনাব প্রিন্সপাল ইব্রাহিম খাঁ মওলানা মরহুমের সাহিত্য কর্মের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের জন্য আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ তাকীদ দিয়াছেন।

প্রধানতঃ সাহিত্য সমালোচক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং শেষোক্ত শুভ উদ্যোগে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে আমরা বক্ষমান প্রবন্ধে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী মরহুমের সাহিত্য সাধনার আগাগোড়া সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলিয়া ধরার প্রয়াস পাইতেছি। এই প্রবন্ধে তাঁহার রচনা শৈলী সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিমত ও মন্তব্য প্রকাশ হইতে বিরত থাকিব।

১৯০০ কিম্বা ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর জন্ম। শৈশবে—তাঁহার মাত্র ৬ বৎসর বয়সে তাঁহার বুযুর্গ পিতা আল্লামা আবদুল হাদী পরলোক গমন করেন। তিনি তাঁহার পিতা এবং আরবী—উর্দু ফারসী শিক্ষিতা মাতার নিকট প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মরহুম মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী সাহেবের নিকট এবং পিতৃ প্রতিষ্ঠিত নিজ বাটিস্থ মাদরাসায় বিশিষ্ট ওস্তাদগণের নিকট আরবী ভাষা, আরবী ব্যাকরণ এবং হাদীসের কোন কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এই সময়েই তিনি তাঁহার অসাধারণ মেধা এবং প্রতিভার পরিচয় দান করেন। এখানেই তাঁহার আরবী, উর্দু ও ফারসী জ্ঞানের গোড়া পত্তন হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৯ বৎসর বয়সে তিনি গৃহ ছাড়িয়া রংপুরে কৈলাস রঞ্জন হাইস্কুলে গিয়া ভর্তি হন, তথা হইতে হুগলী এবং শেষে কলিকাতা মাদরাসায় Anglo-persian Dept. এ অধ্যয়ন করিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। অতঃপর সেণ্ট জেভিয়ার কলেজ হইতে আই এ-আই এস সি সংযুক্ত কোর্স অধ্যয়ন করেন। উহাতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বি এ ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু ইতিমধ্যে খিলাফাত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ফলে কলেজ অধ্যয়নে চিরতরে বিরতি ঘটে।

ইতিপূর্বেই তিনি মওলানা আবুল কালাম আযাদের সংস্পর্শে আসেন এবং দীর্ঘ কয়েক বৎসর পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে তাঁহার কুরআন ক্লাসে যোগদান করেন। এই সময়ে তিনি আরবী এবং উর্দু সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং উল্লেখযোগ্য প্রচুর গ্রন্থ পাঠ করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব কর্তৃক পরিচালিত এবং সম্পাদিত উর্দু যামানা পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পদে ব্রত হন।

মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সাহেব কারারুদ্ধ হইলে মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী সাহেবের উপর উক্ত পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং ২০।২১ বৎসর বয়সেই তিনি তাঁহার লেখনীর মাধ্যমে উর্দু ভাষায় তাঁহার বিশেষ দখল এবং অনন্য চিন্তা শক্তির পরিচয় প্রদান করেন।

প্রথম বাংলা রচনা

বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা তিনি ঠিক কোন্ সময়ে শুরু করেন তাহার সঠিক তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁহার রচিত 'আল-ইসলাম' প্রবন্ধে ১৩২৩ সালের 'আল ইসলাম' মাসিক পত্রিকার লেখকগণের মধ্যে মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন (মাহে নও, পৌষ, ১৯৬৯, ১৫ পৃষ্ঠা)। জনাব আবদুল কাদির তাঁহার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে উক্ত ১৩২৩ সালের পৌষ মাসের ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যায় তাহার 'অদৃষ্টবাদ' শীর্ষক একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধের প্রথম অংশ হইতে উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন। ইতি পূর্বে তাঁহার আর কোন বাঙলা রচনা অন্য কোথাও প্রকাশিত হইয়া না থাকিলে এবং এইগুলিকেই প্রথম লেখা ধরিলে উহার রচনা কাল হইবে ১৯১৭। তখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। এই বয়সে মওলানা সাহেব তাঁহার রচনায় কিরূপ বিদ্যাবত্তা এবং চিৎপ্রকর্ষের পরিচয় দিয়াছেন উক্ত প্রবন্ধগুলিই তাহার জলন্ত স্বাক্ষর। জনাব কাদির সাহেব আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানাইয়াছেন যে, 'আল-ইসলামে' মওলানা সাহেবের কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত আর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ রহিয়াছে। প্রবন্ধটির নাম "ইবনে রুশদ"। তিনি বলেন উক্ত প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণ যোগ্য। তিনি আরও জানাইয়াছেন, এই সময়ের সাপ্তাহিক 'সুলতান' এবং অন্যান্য পত্রিকাতেও তাঁহার প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। মরহুম মওলানা সাহেবের মুখে শুনিয়াছি, তিনি বিশেষ কারণে ছদ্ম নামে হিন্দুদের পরিচালিত পত্র-পত্রিকাতেও প্রবন্ধ লিখিতেন। কিন্তু তখন তিনি কোন সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন তাহা এখন আমার স্মরণ হইতেছে না।

সত্যাগ্রহীর সম্পাদকরূপ

মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী তাঁহার একক প্রচেষ্টায় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর, বাংলা ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সালে তাঁহার সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'সত্যাগ্রহী' পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন।

এই পত্রিকার প্রকাশ, উহার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি সম্পর্কে মওলানা মরহুমের তদানীন্তন অন্যতম সহকর্মী সুসাহিত্যিক কবি মঈনুদ্দীন বলেন, "১৯২৪ সালের সম্ভবতঃ অক্টোবর নবেম্বর মাসের এক মধুর সন্ধ্যায় মওলানা কাফীর সাথে দেখা হলো মির্জাপুর ষ্ট্রীট ও মুসলমান পাড়া লেনের মোড়ে। সঙ্গে দু তিন জন লোক।.....

মওলানা বলেন, ১০।৩ মুসলমান পাড়া লেনের বাড়ীটা ভাড়া নিলাম। একটা বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করতে চাই।.....

একটা নাম দিতে হবে কাগজের। আপনারা সবাই ভাবুন—কি নাম দেয়া যায়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উপস্থিত যারা ছিলাম, প্রত্যেকেই এক একটি নাম করতে লাগলাম। কিন্তু কোন নামই মওলানার পছন্দ হলোনা। তিনি বল্লেনঃ দীর্ঘ ঈকার অন্ত কোনো নাম হলে ভাল হয়। আমার ধারণা এই ধরণের নামীয় কাগজই বেশী Popular হয়, যেমনঃ মোহাম্মদী, হানাফী, বসুমতী, হিতবাদী, বঙ্গবাসী, ইত্যাদি।"

কিছু দিন পর—

"দেখা করলামঃ প্রথম সংখ্যা সত্যাগ্রহী হাতে পেয়ে (১৯শে নভেম্বর, ১৯২৪)·····

পত্রিকা হাতে পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। ইনি দেখছি আধুনিক তরুণ- সাহিত্য সেবীদের চাইতেও একধাপ ওপরে উঠতে চাইছেন। যে সুন্দর সাধু ভাষায় তিনি সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, যেভাবে তিনি সংবাদ পরিবেশন করেছেন, তা একান্ত ভাবেই ত্রুটীহীন। এমন কি পত্রিকার নামকরণ (সত্যাগ্রহী) তিনি খাঁটি বাংলা ভাষায় করেছেন।

····একটা বিশেষ আদর্শে যে তিনি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, অন্তরে যে, তাঁর একটি অসহনীয় জ্বালা ছিল দেশ ও সমাজের জন্য, তা তাঁর প্রথম সংখ্যা 'সত্যাগ্রহীর' সম্পাদকীয় মন্তব্যেই প্রকাশ পেয়েছিল।"

মওলানা মরহুমের যে আদর্শ-নিষ্ঠা, দেশ-প্রীতি ও সমাজ দরদের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার কর্মজীবনের সুপ্রভাতে তাহা তাঁহার সমগ্র জীবনকালে, এমন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন-ভাবে অম্লান ছিল। তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-কর্মের আলোচনায় একথার সত্যতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

সত্যাগ্রহীর প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখযোগ্য। সংবাদপত্রের আদর্শের পরিচয় দান প্রসঙ্গে তিনি বলেন,···"সত্যপথে আহ্বান কারীকে যেরূপ নির্ভীক, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতাকে যেরূপ সত্যাগ্রহী ও অন্যায়ের প্রতিরোধকারীকে যেরূপ শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক, ঠিক সেইরূপ সংবাদ পত্রের ভাষাকে জ্বলন্ত ও নির্ভীক, তাঁহার নীতিকে দৃঢ় ও সত্যাগ্রহী এবং তাঁহার লিখনীর গতিকে অচঞ্চল ও শক্তিশালী হইতে হইবে। জনমতকে গঠন করাই সংবাদপত্রের প্রধানতম কার্য। জনমতকে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট রাখাই সংবাদপত্র সেবীদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে না। রোগীর রুচি ও ইচ্ছানুযায়ী সকল সময়ে ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ করিলে ঔষধের কাটতি ও বিক্রয় বাড়িতে পারে বটে কিন্তু তাহার ফল যে কি বিষময় হয় তাহা এই 'পেটেন্ট ঔষধ বহুল দেশে' কাহারো অবিদিত নাই"।

সাংবাদিকের মহান দায়িত্ব এবং সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে ২৪ বছরের যুবক আজ হইতে ৪১ বৎসর পূর্বে যে হুশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেন তাহা আজিকার এই আদর্শ চ্যুতি এবং গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসিয়া চলার দিনে বিশেষভাবে স্মর্তব্য। তিনি বলেন,

"সত্যের যাহারা সাধক তাঁহারা সত্যের দাস কিন্তু সময়ের দাস নহেন, তাঁহারা সময়কেই দাস করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা জনমতের স্রোতে ভাসিবার জন্য সংস্কারকের স্থান অধিকার করেন নাই। স্রোতের গতিকে ফিরাইয়া দেওয়াই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। তাঁহাদের ব্রত যদি সময়ের অনুকূল না হয় সময়কে তাঁহাদের কার্য্যের অনুকূল হইতে হইবে। যদি কার্যের উপযুক্ত উপকরণ তাঁহাদের সম্মুখে না থাকে, নিজ হস্তে তাহা গঠন করিয়া লইতে হইবে। যদি দুনিয়ার মাটি তাঁহাদের বিরাট উদ্দেশ্যের প্রতিকূল হয় আকাশকে নামিয়া আসিতে হইবে। যদি মানুষ না পাওয়া যায়, ফেরেশতাদিগকে সাহচার্য্য করিতে হইবে।···যদি বাধা ও বিঘ্ন বেশী হয় তাহা হইলে উন্মুক্ত ঝঞ্ঝাগুলি যে তাহা পরিষ্কার করিবার জন্য আছেই তাহার বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতে হইবে"

বাঙলার মুসলমানগণের তদানীন্তন অধঃপতিত অবস্থা ও সীমাহীন দুর্দশা, বাঙলার বাহিরে—ভারতের বহির্দেশে ইসলামের নব জাগরণের চমকপ্রদ ইতিহাস, সেই ইতিহাস রচনায় সৈয়দ আহমদ শহীদ প্রবর্তিত সংস্কার আন্দোলন, সৈয়দ জামালুদ্দীন আফ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গানীর জগৎব্যাপী ছড়ান গগনস্পর্শী প্যান ইসলামী অনল শিখা এবং মানবস্বজনী শক্তি, তাঁহার শিষ্য শেখ মোহাম্মদ আবদুহুর অসাধারণ জ্ঞান ও অনন্ত মণীষার স্ফুলিঙ্গ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলিম ভারতের জাগরণী দূত মওলানা আবুল কালাম আযাদের 'আল-হিলালের' ভূমিকার মূল্যায়নের পর বাঙলার মুসলমানের ধর্মজীবনের অবহেলা, কর্ম-জীবনের নিষ্ক্রিয়তা ও নির্জীবতা দুরীকরণের ব্যাকুল আগ্রহে তিনি রাত্রি নিশীথে দুস্তর পারাবারে এই এই বলিয়া তরী ভাসাইয়া দেন, "যদিও পথ কণ্টকাকুল, যদিও লক্ষ্যস্থলের সিংহদ্বার বড়ই বিপদসঙ্কুল, কিন্তু কণ্টকের সুতীক্ষ্ণ বাণ ও বিপদের রুদ্র ভ্রুকুটি আর এ ক্ষুদ্র হৃদয়কে বিচলিতে করিতে পারিবেনা।"

আল্লার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও তাওয়াক্কাল রাখিয়া তাঁহার নিকট তিনি যে প্রার্থনা জানান আন্তরিক ব্যাকুলতায় তাহার প্রতিটি শব্দ ঝঙ্কৃত ও অনুরাণিত। তিনি বলেন, "যাহার চক্ষু কোন অবস্থাতেই অসাবধান নহে, তাঁহার সমীপে এই অধম অকিঞ্চনের শেষ প্রার্থনাঃ তিনি যদি আমার মধ্যে সততা ও নিঃস্বার্থপরতার কোন দ্যোতনা দেখিতে পান, যদি তাঁহার মরহুম মিল্লাত ও হক কলেমার সেবার কোন সত্য প্রেরণা আমার হৃদয়ে বর্তমান থাকে, যদি তাঁহার পথে ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের কোন আগুন এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রজ্জলিত দেখিতে পান তবে, হে দয়ালু দাতা রাহমানুর রহিম! আমাকে এমন একটু শক্তি সুযোগ দাও যাহাতে জীবনের কতকগুলি আংশিক লক্ষ নিজ চোখে (রূপায়িত) দেখিয়া যাইতে পারি। কিন্তু এগুলি যদি কেবল আমার দোকানদারী চাল আর ব্যবসায়ের আড়ম্বর মাত্র হয়, তবে হে জাব্বার ও মোন্তাকেম, মুহূর্তও যেন তোমার কৃপালাভ করিতে না পারি এবং স্বস্থানে সামলাইয়া লওয়ার পূর্ব মুহূর্তেই যেন এ পাপ জীবনের অবসান হয়। উদ্যানের শ্যামলা ও ফলবতী বৃক্ষকে সযত্নে রক্ষা করিতে হয় কিন্তু জঙ্গলের শুষ্ক আগাছাগুলি পোড়াইয়া ফেলাই কর্তব্য। যে হৃদয়ে সততার স্থান নাই, যে অন্তর সত্যাগ্রহী হইতে পারে নাই, কপটতা ও ভণ্ডামীই যাহার জীবনের চরম ব্রত সফলতা অর্জনের জন্য দুনিয়ার পৃষ্ঠে কেন তাহার স্থান থাকিবে!"

শুনিয়াছিলাম ৩ বৎসর পর্যন্ত 'সত্যাগ্রহী' চালু ছিল। কিন্তু আমরা দেড় বৎসরের 'ফাইল' দেখিতে পাইয়াছি। প্রথম বর্ষের ১ম সংখ্যা বাহির হয় ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ বাংলা সাল, মাঝে ৬/৭ মাস পত্রিকা বন্ধ থাকে, ২য় বর্ষের ২৪শ সংখ্যা বাহির হয় ২১শে পৌষ, ১৩৩৩ সালে। ইহার পর সত্য সত্যই উক্ত পত্রিকা বাহির হইয়াছিল কিনা তাহা সঠিক জানিতে পারি নাই।

সত্যাগ্রহীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সত্যাগ্রহী ফুলস্কেপ হাফ সিট সাইজে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা করিয়া ছাপা হইত। ইহার উপর পৃথক কভার থাকিত। সাধারণতঃ কভারের প্রায় সাড়ে তিন পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন থাকিত, ১৬ পৃষ্ঠা লেখার মধ্যে বিশেষ প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় নিবন্ধ, বিবিধ প্রসঙ্গ শীর্ষক সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং নির্বাচিত সাময়িক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ছাপা হইত। বিশেষ প্রবন্ধ সমূহের অধিকাংশই সম্পাদক নিজে লিখিতেন। অতিঅল্প সংখ্যক অন্যান্য লেখকের প্রবন্ধ ও সত্যাগ্রহীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

মওলানা মরহুমের প্রবন্ধ পরিচয়ঃ

মওলানা মরহুমের লিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের নাম নিম্নে উল্লেখিত হইল:

১ম বর্ষঃ

(২) মহাবীর গাযী আবদুল করীম
(১) ইসলামে জাতীয় স্বাধীনতার স্থান
(৩) লক্ষ্যের পথে (চারি সংখ্যায় সমাপ্ত)
(৪) হিন্দু-মুসলমান (তিন সংখ্যায় সমাপ্ত)
(৫) ইসমামে বিশ্বজনীন একত্ববাদ
(৬) ভারতীয় জাতীয়তা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৭) বাংলার মুসলমান
(৮) বাংগালী মুসলমানদের অবস্থা
(৯) বাংলার মুসলমান ও সামাজিক ব্যাধি
(১০) বর্তমান শিক্ষা ও ইসলামী সভ্যতা
(১১) রমযান
(১২) ইসলামে মানবতার আদর্শ
(১৩) হযরত বেলাল
(১৪) মুসলিম বাংলার দাবাগ্নি
(১৫) ঈদুল আযহা (দুই সংখ্যায় প্রকাশিত)
(১৬) নযদের ওমারাহ
(১৭) বাংলার কঙ্কাল (প্রজা-জমিদার বিরোধ)
(১৮) অধিকারের নেশা—ইংরেজের শক্তি লোলুপতা।

এই বর্ষে মওলানা মরহুম আরবী, ইংরেজী এবং উর্দু হইতে কতিপয় তথ্য বহুল ও তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধ অনুবাদ করেন। একটি প্রবন্ধের মূল লেখক ইমামুল আহ্‌রার সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী। প্রবন্ধটির প্রথম এবং শেষাংশের তর্জমার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু-পরমাণু এই মহা-সত্যের সাক্ষ্যদাতা যে, এই মৃত্তিকা পিঞ্জরের মধ্যে যাহা মানবজগত নামে কথিত হয়, কতক কতক লোকের সাহায্যে এরূপ অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে—যাহা অবলোকন করিলে মানুষের জ্ঞান-গরিমার অভিমানকে মস্তক অবনত করিতে হয়। স্বল্প জ্ঞান বিশিষ্ট লোকেরা ঐ সকল বিস্ময়কর কার্য্যেকে অলৌকিক ব্যাপার বা 'মো'জেযা' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। আবার এমনও অনেক লোক আছেন যাঁহারা আকাশের গতি, নক্ষত্রের গতি, বিভিন্নরূপ আত্মার প্রভাব ও অদৃষ্টের আনুকুল্য প্রভৃতিকে ঐ সকল অদ্ভুত কার্য্যের যথার্থ হেতু বলিয়া পরিকীর্তিত করিয়া থাকেন। ....(কিন্তু) বিবেচকদিগের দৃষ্টিতে.....ঐ সকল অসাধারণ কার্য্যেকলাপের বিকাশ ও প্রকাশ এরূপ কোন সমস্যাপূর্ণ তথ্য নহে যাহার সমাধান অসম্ভব, অথবা ঐ সকল কার্য্য কোন অলৌকিক বা অপ্রাকৃতিক ব্যাপার নহে। .....যে ব্যক্তি প্রকৃত মোসলেম সে দুইটি বস্তুর মধ্যে একটিকে গ্রহণ করিতে সতত ব্যাগ্র থাকে। তাহার অনাবিল আকাঙ্খা—(এক) সে যদি বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে যেন ইজ্জত ও গৌরবের সহিত বাঁচিতে পারে, (দুই) আর যদি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয় তাহাহইলে যেন শহীদ হইয়া আল্লার নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়। ....আজ যদি আলেমমণ্ডলী সত্যের প্রচার ও অন্যায়ের প্রতিরোধ কল্পে দৃঢ়-সংকল্প হন এবং অত্যল্পকালের মধ্যে মানবমণ্ডলীকে পবিত্র কোরআনের অর্থ জ্ঞাপন করিয়া মোসলমানদিগের ঈমানকে সঞ্জীবিত করিতে চেষ্টা করেন তাহাহইলে জাগ্রত চক্ষু আমাদের এই উক্তিকে বাস্তবাকারে দর্শন করিবে এবং সাক্ষ্য দিবে যে, মোসলমানগণ উন্নতির উচ্চতম শিখরে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। ... ... বলিতে কি হৃদয়তন্ত্রীতে কেবল একটু অঙ্গুলী পরশের আবশ্যক। তাহা হইলেই উহা হইতে যে দীপক রাগিনীর ঝঙ্কার হইবে তাহাতে পৃথিবীর ৪২ কোটি মোসলেম সন্তান সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিতে পারিবে, যাহা হারাইয়াছে তাহার পুনরোদ্ধার হইবে এবং যাহা হারাইতেছে সেগুলিকেও রক্ষা করিতে পারা যাইবে এবং আল্লাহ্‌তাআলার সদনে মাহ্‌মূদের আসন লাভ করিতে সমর্থ হইবে—আল্লাহু আকবর!"

উর্দু হইতে অনুদিত অপর একটি প্রবন্ধের নাম "সগলে তকফীর" বা "কাফেরী কারখানা।" মূল লেখক আল্লামা সোলায়মান নদভী। কাফেরী ফতোয়ার ডাণ্ডা লইয়া যাহারা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও নিস্তনাবুদ করিতে সদাপ্রস্তুত তাহাদের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য এই প্রবন্ধটি অতিশয় মূল্যবান।

২য় বর্ষের বিশেষ প্রবন্ধ :

(১) মুসলিম সংগঠন (কয়েক সংখ্যায় ২৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত)।

(২) 'মোস্তফা চরিতের' আলোচনা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৩) বাদ্য ভাণ্ড।

(৪) রোগ কোথায়?

(৫) স্বাধীন মুসলমান পার্টি।

(৬) পবিত্র স্মৃতির এক মুহূর্ত।

(৭) মহামানবের ধর্মের আদর্শ।

(৮) মহানবীর অগ্নি পরীক্ষা প্রভৃতি, মোট ৫৭ পৃষ্ঠা।

দেড় বৎসরের সত্যাগ্রহীতে প্রতি সংখ্যায় নিম্নে ৩ হইতে উর্ধে ১০ কলম পর্যন্ত বিবিধ প্রসঙ্গ শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিত হইয়াছে। উহার সর্বমোট পরিমাণ ২৮৫ কলাম বা ১৪২ পৃষ্ঠা।

সম্পাদকীয় সন্দর্ভ ও বিবিধ প্রসঙ্গের মন্তব্যে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ও মুসলিম জাহান সম্পর্কীয় বিভিন্ন সমস্যা ও প্রশ্নাবলীর উপর যেমন উদারভিত্তিক অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে, তেমনি পাক-ভারতের অধিবাসীবর্গের বিশেষ করিয়া মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে অর্থনৈতিক, সামাজিক, তমদ্দুনিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সর্বদিকেই জাগ্রতচিত্তে উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে ও বলিষ্ঠ ভাষায় মত প্রকাশ করা হইয়াছে। নমুনাস্বরূপ মুসলিম আদর্শ, বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে দুই চারটি উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি।

লক্ষ্য পথে

মুসলমান যদি জীবন লাভ করিতে চাহেন কাহা হইলে প্রকৃত মোসলমান হইয়াই উহা অর্জন করিতে পারিবেন। হিন্দু অথবা খৃষ্টান হইয়া উহা লাভ করিতে পারিবেন না। ... ... আমরা মোসলমান সমাজকে এই কথাটি বুঝাইতে চাই যে, তাহারা তাহাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট ও নিজস্ব পথ নির্দ্ধারণ করুন, এমন একটি পথ যাহার পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের আবশ্যক না থাকে, জগতের কোন প্রকার পরিবর্তন যেন তাঁহাদের কর্মজীবনের মূল গতিকে পরিবর্তিত করিতে না পারে, সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে যেন এসলাম ও মোসলমানের পথ বলিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায়; এরূপ যেন না হয় যে, বাহ্য জগতের প্রত্যেকটি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় মোসলমানগণ নিজের সত্বাকে ভুলিয়া বসেন। গভর্মেণ্টের কৃপা ভ্রূ ভঙ্গী যেন মোসলমান জাতির নীতির মানদণ্ড না হইয়া দাঁড়ায়। অনুগ্রহ ও কৃপার বসন্ত ঋতুতে তাঁহাদের আকার একরূপ এবং বিরাগ ও অসন্তুষ্টির হেমন্তকালে যেন আর একরূপ ধারণ না করে। খেলাফতের ব্যবচ্ছেদ ও কংগেসের আন্দোলনটাই যেন তাঁহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ধ্রুবতারা না হয় বরং তাঁহাদের বিচ্ছিন্ন-হৃদয়-রাজ্যের সংযোগ এবং মোহাব্বাতে এলাহীর উচ্ছ্বসিত প্রবাহই যেন মোসলমানদিগের জীবন ও মরণের একমাত্র লক্ষ্য ও আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়:

বলিয়া দাও যে, আমার প্রার্থনা, আমার ত্যাগ এবং আমার জীবন ও আমার মরণ একমাত্র বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহতাআলার জন্যই উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, সে এক ও অদ্বিতীয়, আমি এইরূপ করিবার জন্যই আদিষ্ট হইয়াছি এবং এইরূপ করিয়াই আমি জগতের মধ্যে মোসলমান। —২০শে ডিসেম্বর ১৯২৪ ইং ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

ওসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়

দুনিয়ায় যত অদ্ভুত ও অস্বভাবিক কথা আছে তন্মধ্যে ইহাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত যে, বিদেশী ও বিজাতীয় ভাষার মধ্যস্থতায় শিক্ষা দান করিতে হইবে—পরের ভাষাকে বাহন করিয়া আপন ভাষা আয়ত্ব করিতে হইবে। কেবল এই কৃত্রিম বাহন ব্যবস্থার ফলে ভারতের কত প্রতিভা নষ্ট হইয়াছে কে তার ইয়ত্তা করে? কিছু দিন হইতে উর্দুকে বাহন করিয়া নেজাম রাজ্যের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্য্য চলিতেছে। ইতোমধ্যেই ইহার যথেষ্ট সুফল পরিলক্ষিত হইতেছে। বহু খ্যাতনামা শিক্ষাবিশারদ পণ্ডিত ওসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্যবস্থা পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি কখনও এই আদর্শ অনুসৃত হইবে? সম্প্রতি ওসমানীয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিশ্ব বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। ধর্ম-শিক্ষা ব্যতিরেকে শিক্ষা যে একেবারে অসম্পূর্ণ থাকে উহা সর্ববাদীসম্মত। সুতরাং নেজাম বাহাদুর ওসমানীয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া প্রজাসাধারণের ধন্যবাদই হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। —১৪ই চৈত্র ১৩৩১ বাং ১ম বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি

... ...

বাংলা ভাষার মারফতে ইসলামী ভাব ও শিক্ষা প্রচার, বাংলা ভাষায় ধর্ম গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ ও সমাজে তাহার বহুল প্রচার প্রভৃতি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া ৮ বৎসর পূর্বে উপরোক্ত সাহিত্য সমিতি গঠিত হইয়াছিল এবং ৬ বৎসর কাল দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইয়া উদ্দেশ্যের সাফল্যের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, পরে খেলাফত ও স্বরাজ আন্দোলনে কর্মী বৃন্দের দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ হওয়ায় সমিতি কিছুদিন মৃতকল্প অবস্থায় পড়িয়াছিল, গত জ্যৈষ্ঠ মাসে কয়েকজন কর্মী সমিতিকে অস্থায়ীভাবে পুনর্গঠিত করিয়া পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করেন।... এইরূপ একটি সমিতির আবশ্যকতা যে কত বেশী তাহা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। মাতৃ ভাষার সাহিত্যের মধ্য দিয়া সমাজ গঠন ও ধর্ম-প্রচার যেরূপ সহজসাধ্য এমন আর কিছুতেই নহে। সাহিত্যই জাতির প্রাণ সুতরাং মুসলমান সমাজের উপযোগী ইসলামী সাহিত্য প্রচার করিতে হইলে মুসলমানদের একটি শক্তিশালী সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান থাকা একান্ত দরকার। ... ... আমরা আশা করি, এই সমিতি মুসলমান সমাজের সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবে না। —৩রা আশ্বিন ১৩৩২ বাংলা ১ম বর্ষ ৩৬ ৩৭ সংখ্যা।

আত্মশক্তির সমালোচনা

বিগত ২৬শে ভাদ্রের সংখ্যায় আত্মশক্তি মুসলমানদিগের সম্প্রদায় প্রীতিকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। জমঈয়তে ওলামা, খেলাফত কমিটী, মুসলমান শিক্ষা সমিতি, মুসলমান সাহিত্য সমিতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, কি কারণে জানিনা মুসলেম লীগ এই তালিকার বাহিরে পড়িয়া গিয়াছে। ... ... জমঈয়তে ওলামা এবং খেলাফত কমিটী ব্যতীত অপরাপর সমিতির উদ্ভবের কারণ স্বয়ং হিন্দুগণ। রাষ্ট্র, শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে যখন মুসলমানদিগের স্বার্থ পদদলিত হইতে লাগিল, মুসলমানগণ সেই সময় আপনাদের স্বাতন্ত্র রক্ষার জন্য এই সকল সমিতির প্রতিষ্ঠা করে। ... ... মুসলমান নিজেদের স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়াই দেশের কাজ করিবে, তাহারা কখনও হিন্দুতে বিলীন হইয়া যাইতে পারিবে না। ১০ই আশ্বিন, ১৩৩২ বাংলা, ১ম বর্ষ ৩৮শ সংখ্যা।

ধর্মের উদারতা

... ...হিন্দু মুসলমানের নিকট গরু বিক্রয় করিয়া গো-হত্যার সহায়তা করিবে না, যেই হিন্দুদের মধ্যে এই উগ্র ধর্মভাব জাগরিত হইল, অমনি তার প্রতি-ক্রিয়া স্বরূপ মুসলমানদের মধ্যেও একশ্রেণীর উগ্র ধার্মিকের আবির্ভাব হইল যাহারা প্রচার করিতে লাগিল যে, মুসলমানেরা হিন্দুর নিকট দুধকলা বিক্রয় করিবে না। কারণ ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি দিয়া হিন্দুরা মূর্ত্তিপূজা করিতে পারে। আমরা এই উভয় প্রকার মনোভাবের ঘোর বিরোধী। ধর্মক্ষেত্রে আমরা হিন্দু মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী, কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যকে ব্যবসা ক্ষেত্রে টানিয়া আনিলে, বস্তুতঃই ভারতবর্ষ 'নরকে পরিণত' হইবে কিন্তু সহযোগী "আনন্দ বাজার" কে আমরা একথা স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য যে, মুসলমানদের এই উগ্র নিয়ার জন্য হিন্দুরাই দায়ী; ইহার জন্য মুসলমান আলেম সমাজকে গালাগালি করিয়া কোনও লাভ নাই— ১৪ই কার্তিক ১৩৩২ বাংলা, ১ম বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা।

ঈমানের কষ্টি পাথর

... ...

প্রাচ্যের মুক্তি ও সভ্যতা লইয়া এই শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের এতমাথা ব্যাথা কেন? আসল কথা হইতেছে এই যে, ফরাসী আজ শামে অত্যাচারের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যে প্রলয় উপস্থিত করিয়াছে উহা এশিয়াবাসীর পক্ষে মহাপ্রলয়ের পূর্বাভাষ মাত্র! প্রাচ্যের স্বাধীনতাকে গ্রাস, উহার ধনসম্পত্তিকে লুণ্ঠন ও উহার অধিবাসীদিগকে কৃতদাসে পরিণত করিবার জন্য আজ সমস্ত ইউরোপ একজোট হইতেছে, ঐ যে কথায় বলে "সব শিয়ালের এক রা"—তাহা লকার্ণো বৈঠকে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এ এসম্বন্ধে বাংলার মুসলমানদিগের কর্তব্য কি? তাহারা কি নাকে তৈল মর্দন করিয়া শুধু কুম্ভকর্ণের নিদ্রাই যাইবে? না হানাফী মোহাম্মদী বাহাছের রণ-দুন্দুভি বাজাইয়া প্রাচ্যের তথা ইসলামের খেদমত শেষ করিবে? আজ বাংলার মুসলমানদিগের অবস্থা ভাবিয়া ভাবিয়া আমরা কখনো কখনো পাগলের মত হইয়া উঠি, এই আড়াই কোটি জীব কি শুধু বিজাতির হস্তে ক্রীড়াপুত্তলী হইয়াই থাকিবে? পরের গোলামী করিয়া ও জুতা ঝাড়িয়াই কি তাহারা স্বীয় পাপ জীবন অতিবাহিত করিবে? দামস্কের প্রপীড়িত মযলুম ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের জন্য আমাদের কি কিছুই করিবার নাই? বাহাছের নামে হাজার হাজার টাকা উড়াইয়া বাংলার মুসলমানরা এসলাম উদ্ধার করিতে খুব পটু, কিন্তু বিগত দীর্ঘ ৫ বৎসর কালের মধ্যে খেলাফত সমস্যা, রীফ ভাণ্ডার, ডেপুটেশন প্রেরণ অথবা মোপালা সাহায্য বাবত একটা অর্ধ পয়সাও কি তাহাদের পকেট হইতে বাহির হইয়াছে? বাংলার মুসলানদিগের হৃদয় তন্ত্রী কি একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল? ... ... বাংলার মোসলমানদের মধ্যে যদি ঈমানের লেশমাত্রও থাকে, পূর্ব পুরুষদিগের শরীরের এক ফোটা রক্তও যদি উহাদের ধমনীতে প্রবাহিত থাকে, তবে তাহাদের আর নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে, গৃহবিবাদের মাথায় পদাঘাত করিয়া এসলামের এই আসন্ন বিপদের সময়ে তাহাদের আত্মস্থ ও সংঘবদ্ধ হওয়া উচিত। সিরিয়ার মজলুম মোসলমানদিগের জন্য যাহার যে ক্ষমতা, হাকীম আজমাল খাঁ সাহেবের নিকট তাহা দিল্লীর ঠিকানায় প্রেরণ করা অবশ্য কর্তব্য।—৬ই পৌষ ১৩৩২ বাংলা, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা।

অঙ্গার ঃ শত ধৌতেন মলিনত্বং নমঞ্চতি

আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, সহস্র বৎসর মোসলমানের গোলামী করিয়া ও দুইশত বৎসর ধরিয়া ইংরাজের পদাঘাত সহ্য করিয়া আমাদের দেশের হিন্দুগুলি অল্প-বিস্তর সভ্যতা ও শিষ্টতার আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছে। পুষ্পের সৌরভে যখন মাটিও সুবাসিত হইয়া উঠে, তখন সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ও সভ্যতম জাতির চরণারবিন্দ পূজা করিয়া যে হিন্দুরা আপনাদের বর্বরতা ও নীচাশয়তা কিছুমাত্র পরিত্যাগ করিতে পারিবেনা, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের এই ভুল আস্তে আস্তে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ হিন্দু সমাজের মুখপত্র বসুমতি ও আনন্দ বাজার নামক কাগজ দুইখানি পাঠ করিয়া অবশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছি যে, সত্যকথা হইতেছে "স্বভাব যায় না ম'লে আর কয়লার কাল যায়না ধুলে।" .... আমরা বসুমতি, আনন্দ বাজার এবং সমুদয় হিন্দু কাগজগুলিকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তাহারা যদি মোসলমান নেতাদিগের সম্মান করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহারা ও তাহাদের সমাজের নেতারা মোসলমানদিগের নিকট হইতেও যেন কোন সম্মানের আশা না রাখে। আমরা অনেক সহ্য করিয়াছি, হিন্দুদের এই সকল অর্বাচীনতা ও বাচালতা সত্বেও আজ পর্য্যন্ত আমরা গান্ধীকে মহাত্মা ও সমুদয় হিন্দু নেতাকে শ্রীযুক্ত বলিয়াই লিখিয়া আসিতেছি; কিন্তু সকল বিষয়েরই একটা সীমা আছে, এই সীমা যাহাতে আমাদিগকে লংঘন করিতে বাধ্য না করা হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে আমরা সুখী হইব। —৮ই কার্তিক ১৩৩২ বাংলা ২য় বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা

"মোসলমান" পত্রের বিংশ বার্ষিক উৎসব

মৌলভী মুজীবুর রহমান সম্পাদিত ইংরাজী সাপ্তাহিক "দি মোসলমান" পত্র বিংশ বর্ষে পদার্পণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করায় তদুপলক্ষে ১১।৫ নং কড়েয়া বাজার রোডে উক্ত পত্রিকার অফিসে একটি উৎসব হইয়া গিয়াছে—... ... .এতদোপলক্ষে উক্ত দিবস দি মুসলমানের একখানি বিশেষসংখ্যাও বাহির করা হইয়াছে। ... ... এই সংখ্যা সর্ব প্রকারে উপভোগ্য হইয়াছে। ছাপা কাগজ, প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রভৃতি কোন দিকেই ইহার বিশেষ ত্রুটি লক্ষিত হয় নাই।

মৌলভী মুজীবর রহমান সাহেব একজন ত্যাগী, নির্ভিক ও নীরব সমাজ-সেবক। তিনি আজীবন কৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজ সেবাকেই জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং তদানুসারেই জীবনকে পরিচালিত করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় সাধু ও কর্তব্য-পরায়ণ লোক সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার জীবনের এই উচ্চ আদর্শ অনুসারে 'মোসলমান'' পত্রও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। "মোসলমান" জাতীয় দলের মুখপত্র। শিক্ষিত মোসলমানদের মধ্যে মুক্তির আকাখা সৃষ্টি করিয়া দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে স্বসমাজের স্বার্থ রক্ষা করাই উহার উদ্দেশ্য কিন্তু উহার সাধন পথে কত বাধা বিঘ্ন যে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা মোসলমানের ইতিহাস পাঠ করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন... ... ... সাপ্তাহিক হইতে উহা যে বর্তমানে অর্ধ সাপ্তাহিকে পরিণত হইয়াছে, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, সমাজ উহার কথঞ্চিত গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা সহযোগীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। —২৯শে আগ্রহায়ন ১৩৩৩ বাং ২য় বর্ষ ২১শ সংখ্যা।

মিসেস এম, রহমান

... ... এই প্রতিথযশা লেখিকা আর ইহ জগতে নাই। (ইন্নালিল্লাহ......রাজেউন) দুরন্ত বসন্ত রোগের আক্রমনে তিনি গত ৫ই পৌষ তারিখে ৪০ বৎসর বয়সে কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে বাংলার মোসলেম সাহিত্য যে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহা বলাই বাহুল্য। ... ...তাঁহার লিখিত অনেক বিষয়ের সহিত আমাদের যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান থাকিলেও আমরা তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার বরাবরই শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছি। নিজের মতের বৈশিষ্ট ও দৃঢ়তা সর্বাঙ্গ সুন্দররূপে ফুটাইয়া তোলাই তাহার লেখার বিশেষত্ব ছিল এই মহিলা সাহিত্যিকের "মা ও মেয়ে" নামে একখানা সুন্দর উপন্যাস ধারাবাহিকরূপে "সহচর" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। "চানাচুড়" নামক একখানা পুস্তক প্রেসে অর্ধ ছাপা হইয়া পড়িয়া আছে। ... ...আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গল বিধান করুন! ইহাই আমাদের প্রার্থনা,—আমীন! ১৪ই পৌষ ১৩৩৩ বাং ২য় বর্ষ ২৩শ সংখ্যা।

সাহিত্যিক

বঙ্গীয় মোসলমান সাহিত্য সমিতির মাসিক মুখপত্র "সাহিত্যিক এর প্রথম সংখ্যা (অগ্রহায়ন) পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি, সাহিত্য সমিতির প্রথম মুখপত্র ত্রৈমাসিক "বঙ্গীয় মোসলমান সাহিত্য পত্রিকা" সমিতির জরাজীর্ণ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে যখন অকালে বন্ধ হইয়া গেল, তখন বাংলার মোসলমান সাহিত্যের সোচনীয় অবস্থার কথা ভাবিয়া প্রত্যেক সমাজ প্রাণ সাহিত্যসেবীর মনেই দারুন আঘাত লাগিয়াছিল। কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় নাই। আল্লার ফজলে গত বৎসর আবার কতিপয় উৎসাহী সাহিত্য সেবীর চেষ্টায় সমিতি পুনর্জীবিত হইয়াছে। গত অগ্রহায়ন মাস হইতে "সাহিত্যিক" নামে এক খানা মাসিকও নিয়মিত ভাবে বাহির হইতেছে। আমরা প্রথম সংখ্যার প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিয়া মোটের উপর আনন্দ লাভ করিয়াছি, ইহার সম্পাদনের ভার বংগ সাহিত্যে প্রথিত নামা সাহিত্যিক মৌলভী মোহাঃ ইয়াকুব আলী চৌধুরী ও মৌলভী (কবি) গোলাম মোস্তফা সাহেবদ্বয়ের হস্তে ন্যস্ত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইয়াছে। ইহাদের সম্পাদকতায় "সাহিত্যিক" যে উত্তরোত্তর বাংলার মোসলমান সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ দান করিতে সমর্থ হইবে সে আশা আমাদের আছে।... ... আমরা সর্বান্তকরণে সাহিত্যিকের বহুল প্রচার কামনা করি। ইহার বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা, প্রাপ্তিস্থান ৪৩ নং মীর্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (২১শে পৌষ ১৩৩৩ বাং ২য় বর্ষ ২৪শ সংখ্যা)

আদর্শ ও স্বার্থক সাংবাদিকের মধ্যে কতিপয় গুণের সমাবেশ একান্ত প্রয়োজন। তাঁহাকে আদর্শ নিষ্ঠ, সত্যসাধক, নিরপেক্ষ, নির্ভীক, সুরুচিসম্পন্ন, সমাজদরদী এবং সুসাহিত্যিক হওয়া প্রয়োজন। একথা সর্বস্বীকৃত যে, সাংবাদিক মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর (রহঃ) মধ্যে উক্ত সমস্তগুণের আশ্চর্য্য সমাবেশ ঘটিয়াছিল।

সংবাদ চয়নে, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনায় ও মন্তব্য প্রকাশে এবং প্রবন্ধ, ভাষণ, কবিতা ও গল্পাদি সংকলনে তিনি আদর্শ-প্রীতি, সুরুচিবোধ, সুবিবেচনা ও সাহিত্যিক প্রবণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সত্যাগ্রহীতে কবিতা ও গল্প খুব অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। কবি ও গল্প লেখকগণের মধ্যে গোলাম মোস্তফা ও খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনের নাম উল্লেখযোগ্য। মূল সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রতিসংখ্যায় এক হইতে তিনটি থাকিত এবং উহা সাধারণতঃ দীর্ঘ—হইত। বিবিধ প্রসংগে সাময়িক বিষয়ের উপর মন্তব্য, অন্যায়ের সুরুচিসম্পন্ন কিন্তু কঠোর প্রতিবাদ এবং জাতীয় ও সামাজিক ব্যাধির উৎপাটন সম্পর্কে সুপরামর্শ প্রদত্ত হইত। সংবাদসমূহ শ্রেণী বিন্যাস করিয়া পরিবেশিত হইত। তন্মধ্যে "বিশ্ব-মোসলেম" শিরোনামায় জাহানে ইসলামের, বিশেষ করিয়া মক্কা-মদীনার সংবাদ স্থান লাভ করিত। "দেশের কথা" শিরোনামায় পাক ভারতের বিভিন্ন স্থানের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশিত হইত। আযাদী আন্দোলন, মুসলিম জাগরণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন সমূহে পঠিত ভাষণ ও প্রস্তাবাদির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইত। "নানা কথা" শিরোনামায় অতি সংক্ষেপে ছোট খাট সংবাদও ছাপা হইত। শেষের দিকে 'মফঃস্বল চিত্র,' 'স্থানীয় সংবাদ' এবং 'নিখিল প্রবাহ' শীর্ষক নূতন শিরোনামা সংযোজিত হইয়াছিল। দুই একবার জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধরাজি সম্বন্ধ বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হইয়াছিল।

সত্যাগ্রহী সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

"সত্যাগ্রহীর সম্পাদক আমার স্নেহ ভাজন তরুণ দেশকর্মী। তিনি দেশ ও সমাজের সেবায় সংকীর্ণ দলাদলির অন্ধতার উপরে স্বকীয় জ্ঞান ও বিশ্বাসানুমোদিত সত্যকে স্থান দিতে পারিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও পারিবেন, এরূপ বিশ্বাস আমার আছে। .. .." —মুজীবুর রহমান
সম্পাদক, "দি মোসলমান"

সত্যাগ্রহীর সম্পাদক সাহেব কাগজের প্রচারোদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় মফঃস্বল ভ্রমণে অতিবাহিত করা সত্ত্বেও কাগজখানি যেরূপ দক্ষতা ও গম্ভীরতা রক্ষা করিয়া, সর্বোপরি মোছলমান সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণ নীতি বিষয় স্বীয় দৃঢ়তা বজায় রাখিয়া পরিচালিত হইয়াছে তাহা অতীব প্রশংসার কথা। সত্যাগ্রহীর সর্বাপেক্ষা বিশেষত্ব এই যে, সাপ্তাহিক কাগজ মাসিক আকারে প্রকাশিত হওয়ায় তাহা স্থায়ী সাহিত্য রূপে সংরক্ষণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছে। ... ...যাঁহার খবরের কাগজ বাহির করিয়া ব্যবসা বা অর্থোপার্জ্জন করিতে ইচ্ছুক নহেন বা কোনরূপ সম্মানের প্রত্যাশী নহেন তাঁহারা নিজ শরীরের শেষ শোণিত বিন্দু দিয়াও নিজ প্রাণের কথাগুলি সমাজের ঘরে ঘরে স্থায়ীভাবে প্রচার করিতে ইচ্ছুক। তাই তাঁহারা লাভ নোকছানের দিকে না দেখিয়া বহু ব্যয় সাপেক্ষ মাসিক আকারে সাপ্তাহিক প্রকাশের চেষ্টা করিয়া থাকেন, সত্যাগ্রহীর সেই দশা। ....

সত্যাগ্রহীর আর একটি বিশেষত্ব এই যে, কতকগুলি কাগজ যেমন কেবল খবর প্রচার ও ইতরোচিত ভাষায় গালাগালি করিয়া বিশেষতঃ দেশের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নেতা ও সমাজের নায়কদিগকে আক্রমণ করিয়া মূর্খ সমাজে বাহাদুরী নেওয়ার চেষ্টা করিয়া থাকে—সত্যাগ্রহী সেরূপ দোষ হইতে মুক্ত থাকিয়া উদারভাবে দেশ, ধর্ম ও সমাজের সেবায় একটি বৎসর অতিবাহিত করিয়াছে। —মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী

... ...

ইহা (সত্যাগ্রহী) একদিকে যেমন পবিত্র কোরআন ও হাদিছের বাক্যকে বুকে নিয়া আল্লাহ ও রছুলের বাণী প্রচার করিতে কোনরূপ সংকোচিত ও ভীত হইতেছে না, অন্যদিকে এছলামিক ইতিহাস দ্বারা মোছলেম জগতের গৌরব ঘোষণা করিতেছে, তাহাতে আবার ইহার ভাষা অতি সুশ্রাব্য ও সুমধুর।

আবু খালেদ রশীদ উদ্দিন আহ্‌মদ

(পীর বাদশা মিয়া)

... .

আমি সত্যাগ্রহী পত্রিকা পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। উহাতে সময়োচিত প্রবন্ধ আদি সন্নিবিষ্ট থাকায় উহা যে দেশের দশের অশেষ কল্যাণপ্রদ পত্রিকা বলিয়া আদরণীয় হইবে এমত ভরসা করি।

—ওয়াজেদ আলী খাঁ পণী

... ...

.... সাহিত্যের হিসাবেও সত্যাগ্রহী সুপাঠ্য, ইহাতে কোরআন ও হাদিসের শিক্ষা উন্নত সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রচার করা হইতেছে। ইহাতেই আশা করা যায় যে, নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা দ্বারা দ্রুত গতিতে কোরআন ও হাদিসের শিক্ষা বিস্তৃত হইয়া পড়িবে।...

সত্যাগ্রহী কোরআন ও হাদিসের মহাসত্য প্রচার দ্বারা সমাজে একতা ও ভ্রাতৃভাব স্থাপনের জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করিতেছে; এবং এই একতা ও ভ্রাতৃভাব সংরক্ষাই ইসলামের বিশেষত্ব। ... ...

বিরাট বংগীয় মোসলেম সমাজে এইরূপ ধরণের বহু সংখ্যক সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, একমাত্র সত্যাগ্রহী ব্যতীত অপর কোনটিই এরূপ উন্নত ধরণে পরিচালিত হইতে দেখা যায় না। —এম, রহমান

সম্পাদক, "মোছলেম দর্পণ"

... ...

আমার মতে সত্যাগ্রহী যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে, তাহার সত্যবাদিতা, নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতা সাচ্চা মোসলমানেরই অনুরূপ হইয়াছে। আমি মনে করি বাংলা দেশের মোসলমানদিগের জন্য এইরূপ এক খানি পত্রিকার বিশেষ আবশ্যক আছে। ... ... আমি আল্লাহ তাআলার নিকট শুকরগুজার যে, তিনি আমার কনিষ্ঠকে এসলামের এই খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার তৌফিক প্রদান করিয়াছেন।

—মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী

... ...

সত্যাগ্রহী বন্ধ হওয়ার প্রায় তিন যুগ পর সুসাহিত্যিক অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলেন, "ভাষার উপর অসাধারণ দখল, যুক্তি শাস্ত্রের ব্যবহারে অসাধারণ পটুতা, বক্তৃতায় অসাধারণ শক্তি, মনের অসাধারণ জোর, নিজের সম্বন্ধে অসাধারণ বিশ্বাস এই নিয়ে মওলানা কাফী! ... . "সত্যাগ্রহী" যতবার হাতে নিয়েছি ততবারই মনে হয়েছে—এই কাগজটি সম্পাদকের সত্যিকার প্রতীক। বিজ্ঞাপন হীন অনাড়ম্বর এই কাগজ ... চিরকুমার সংযম-কঠোর, হাস্যবিরল, উচ্চ চিন্তামগ্ন মওলানা সাহেবেরই মত।"

প্রিন্সিপাল সাহেবের সব কথাই ঠিক কিন্তু আমরা সত্যাগ্রহীর কভার পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি—কোন কোন সময় সাড়ে তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী। মওলানা মরহুম হাস্য বিরলও ছিলেন না—আমরা তাঁহাকে অনেক সময় হাসিতে দেখিয়াছি, তবে সে হাসিতে চাটুল্য ছিল না, ছিল গাম্ভীর্য্য, ছিল তাঁহার স্বকীয় অসাধারণত্বের আমেজ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সত্যাগ্রহীর পর

সত্যাগ্রহী বন্ধ হইয়া যাওয়ার ২২ বৎসর পর ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে (কার্ত্তিক, ১৩৫৬) মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী মাসিক "তর্জুমানুল হাদীসের" প্রকাশ শুরু করেন। ইহার অব্যবহিত পূর্বে বগুড়া হইতে তাঁহার "ইসলামী শাসন তন্ত্রের সূত্র" এবং পাবনা হইতে "কলেমা তৈয়েবা" মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। মাঝে ২১।২২ বৎসর মওলানা মরহুম বাংলা সাহিত্যের চর্চা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিয়াছিলেন—একথা ঠিক নহে।

এই সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ, ২ কিম্বা ৩ বার কারাবরণ, প্রজা আন্দোলনে যোগদান, ইসলামের ব্যাপক তবলীগ উদ্দেশ্যে বাংলা আসামের দিকে দিকে ও প্রত্যন্ত প্রান্তে বক্তৃতা-ভাষণ দান, মাঝে মাঝে কঠিন পীড়ার আক্রমণ, হাসপাতালে চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার, পবিত্র হজ্জব্রত উদযাপন প্রভৃতিতে তাঁহার সময়ের বৃহত্তর অংশ ব্যয়িত হইলেও অসাধারণ কর্মতৎপর এই প্রতিভাবান পুরুষ ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে ক্ষুদ্র বৃহৎ ২৬ খানা গ্রন্থ উর্দু ও আরবী ভাষায় রচনা করিয়া তাহাতে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানবত্তা এবং উক্ত দুই ভাষায় তাঁহার পূর্ণ দখলের স্বাক্ষর অঙ্কিত করিয়া যান। উক্ত ২৬টি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির মিলিত পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। তাঁহার পাণ্ডুলিপির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, উহার হস্ত লেখা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুন্দর, কোথাও কোন কাটা ছিটা বা লাইন-বক্রতা অথবা অন্য কোন ত্রুটি বিচ্যুতির চিহ্ন মাত্র নাই। (উক্ত পাণ্ডুলিপিগুলির পরিচয়ের জন্য দেখুন সাপ্তাহিক আরাফাত, ৫ম বর্ষ—২৩শ সংখ্যা, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ ইং—ঈদুল ফিত্‌র সংখ্যা) এই সময়ে লিখিত তাঁহার বাংলা গ্রন্থ সমূহের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে উল্লেখিত হইল ঃ

১। সঙ্গীত সমস্যা (১৯২৯)

মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সাহেব কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত "সমস্যা ও সামাধান" পুস্তকের "সঙ্গীত সমস্যা" অধ্যায়ের দীর্ঘ প্রমাণ সম্বলিত বিরাট প্রতিবাদ। মওলানা সাহেবের মুখে শুনিয়াছি 'মোহাম্মদী' সম্পাদকের অনুরোধ মতে এই প্রতিবাদ প্রবন্ধটি উহাতে প্রকাশের জন্য পেশ করা হয় কিন্তু দীর্ঘ দিনেও উহা প্রকাশিত না হওয়ায় ফেরৎ লওয়া হয়। কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সহ উহা পরে 'তর্জুমানুল হাদীসে'—সঙ্গীত চর্চা শিরোনামায় ৫ম বর্ষের ৯ম সংখ্যা হইতে ৭ম বর্ষের ১ম সংখ্যা পর্যন্ত ১২ সংখ্যায় (মোট ৬৫ পৃষ্ঠা) ছাপা হয়।

২। রাজনৈতিক সমস্যা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, ১৯২৯। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রচিত।

৩। আমার কারা কাহিনী

সম্ভবতঃ ইহারই অংশ বিশেষ মরহুমের মৃত্যুর কিছু পূর্বে সাপ্তাহিক আরাফাতে প্রকাশিত হয়।

৪। সূরায় ফাতিহার তফসীর ঃ

মওলানা আবুল কালাম আযাদের বহুশ্রুত তফসীর সূরা ফাতিহার বঙ্গানুবাদ, ১২৫ পৃঃ, রচনাকাল ১৯৩৫ খৃঃ—বাংলা ১৩৪২।

৫। তাসাওয়ারে শাইখ বা অজপা যোগ, ১৩৫২ হিঃ, ৮০ পৃষ্ঠা, অনুপস্থিত পীরের ধ্যান কালবে ধারণ করার ভ্রান্তি প্রদর্শন।

৬। আহ্‌লে-হাদীস আন্দোলনের ইতিহাস। আহলে হাদীস মতবাদের পূর্ণ পরিচিতি সহ সাহাবাগণের যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত মুসলিম জাহানে—বিশেষতঃ পাক ভারতে উক্ত আন্দোলনের সুবিস্তৃত ইতিহাস, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০০, ১৯৪৬ খৃঃ রচনা সমাপ্ত।

এই সময়ের মধ্যে মওলানা মরহুম পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধাদি বেশী লিখেন নাই। —আমার ৯ম।১০ম শ্রেণীতে পাঠ রত অবস্থায় মাসিক মোহাম্মদীতে তাঁহার লিখিত দুইটি প্রবন্ধ আমি দেখিয়াছি এবং আদ্যোপ্রান্ত পাঠ করিয়াছি। প্রবন্ধ দুইটির একটির নাম "সাহিত্যের সুর", অপরটির নাম "বাঙলা সাহিত্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও মুসলমান সমাজের রুচি বিপর্যয়।" হাতের কাছে উক্ত পত্রিকা না থাকায় কবি আবদুল কাদির কর্তৃক তদীয় প্রবন্ধে উদ্ধৃতাংশ—নমুনা স্বরূপ পেশ করিতেছি।

১৩৩৯ সালের কার্তিক মাসে প্রকাশিত 'সাহিত্যের সুর' প্রবন্ধে তদাদীন্তন সাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী বলেন,

"আজিকার সাহিত্যে আকাঙ্ক্ষা আছে, আশা নাই; ব্যাকুলতা আছে, বিশ্বাস নাই; সৌন্দর্য্য আছে, সুস্থতা নাই।"

প্রবন্ধের উপসংহারে বলা হয়,

"জনসাধারণের মত আমার মনেও রস পিপাসার যে আকাঙ্ক্ষা আছে, যাহা সাহিত্যের ভাব বস্তুকে অণুবীক্ষণের সাহায্যে চুলচেরা বিশ্লেষণ না করিয়া সাহিত্যের আনন্দ রসটুকু গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ, সেই আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করিয়া কোন কথা এই প্রবন্ধে বলা হয় নাই। নানা যুগ সাহিত্যের প্রাণের স্পন্দনে যে মাত্রা-বৈচিত্র্য দেখিতে পাইয়াছি, তাহা যে সমাজ-চিত্তের গতিচ্ছন্দেরই প্রতিধ্বনি, এইটুকু ব্যক্ত করিতে যাইয়া আমি সাহিত্যের আনন্দ সৃষ্টির দিককে, গভীর রসোপলব্ধির দিককে কোনখানেই অবহেলা করি নাই। সাহিত্যের এই আনন্দ সৃষ্টির দিক, যাহা জটিল হইতে জটিলতর ভাবাবেদনের দ্বারা মানুষের নিবিড় রসাকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করে, তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লইতেছি।"

এই প্রবন্ধ প্রকাশের কয়েক মাস পর 'শাশ্বত বঙ্গের' লেখক কাজী আবদুল ওদুদের শান্তি নিকেতনে প্রদত্ত একটি ভাষণের প্রতিবাদে মওলানা সাহেবকে কলম ধরিতে হয়। উক্ত প্রবন্ধ মাসিক মোহাম্মদীর ১৩৩৯ ফাল্গুন হইতে ১৩৪০ আষাঢ় সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। উহাতে 'বাংলা, সাহিত্যে মুসলমানের অবদান, সংস্কৃত ঘেঁষা সাধু বাংলা, মুসলমানী বাংলা জবানে রচিত পুঁথি সাহিত্য, বাঙালী মুসলমানদের বৈষয়িক অধোগতি, ভারতে ওয়াহ্হাবী আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা স্থান লাভ করে।' তিনি বলেন:

"ইছলামের সহস্র বার্ষিক নব পর্যায়ের প্রথম ভাগ হইতে পরবর্তী আনুমানিক দুইশত বৎসর পর্যন্ত পৃথিবী-ব্যাপী মুসলমান সংস্কারকদিগের এক সুদীর্ঘ তালিকা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই তালিকার পুরোভাগে শেখ আহমদ ছরহন্দী মুজাদ্দেদে আলফে ছানীর (১৭১—১০৩৪ হিজরী) নাম উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। ... . আরবের সমুদয় দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া যে ব্যক্তি সমগ্র আরব জাতিকে সত্যকার ইছলামের পথে প্রত্যাবর্তিত করার জন্য সংস্কারের বংশী-ধ্বনি করিয়াছিলেন তাঁহার নাম হইতেছে মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্হাব (১১১১—১২০৬)—(৫৮৯ পৃঃ)।

"মোহাম্মদী বিনে আবদুল ওয়াহাবের প্রচারিত মতবাদের অধিকাংশই এবনে তায়মিয়া, এবনে হজম ও এমাম আহমদ বিনে হাম্বলের উক্তিমূহের প্রতিধ্বনি মাত্র ... ... শুধু এবনে হাজম ও এবনে তায়মিয়া নহেন, ছাহাবা ও তাবেয়িনের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এমাম চতুষ্টয় এবং তাহাদের অনুসরণকারীগণ পর্যন্ত সকল আহলে-সুন্নত ওলামার উক্তিই মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্হাব কর্তৃক প্রচারিত মতবাদের সমর্থক।" (৬৩৬ পৃষ্ঠা)

১৯৪৮ হইতে ১৯৫৯ সাল—এই বার বৎসর মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর সাহিত্য সাধনার স্বর্ণ-যুগ। এই সময়ে তৎ কর্তৃক দুই খানা পুস্তক প্রকাশ ছাড়া মাসিক "তর্জুমানুল হাদীস" এবং সাপ্তাহিক "আরাফাত" তাঁহার সম্পাদনায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁহার সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডার তাঁহার চিন্তা ও ধ্যানের ফল্গু-ধারায় এই দুই পত্রপত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। উহার কতক তখনই পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয় এবং কিছু পরে প্রকাশিত হয় এবং এখনও বহু প্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে। ধর্মীয় খুঁটিনাটি বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া কঠিনতম ধর্মীয় সমস্যা, সামাজিক, তামদ্দুনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, ব্যবহারিক, ঐতিহাসিক—এমন কোন বিষয় নাই যাহাতে তিনি তাঁহার আদর্শ, মণীষা এবং মননশীলতার ছাপ অঙ্কিত করিয়া যান নাই।

আগামীতে আমরা ইনশা আল্লাহ তাঁহার উপরোক্ত সমস্ত রচনার ফিহরিস্ত প্রদান করিব ও তাহার উপর সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করিয়া উহার মোটামুটি পরিচয় তুলিয়া ধরিব।

www.ahlehadeethbd.org

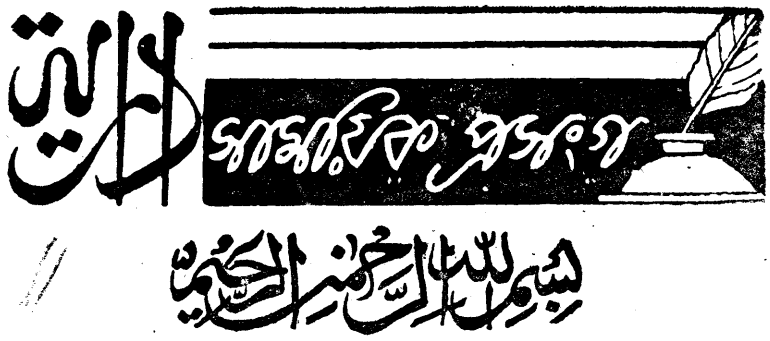

কৈফিয়ত

'তর্জুমানুল হাদীস' এক মাস পর পর প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না। এজন্য পাঠকগণের দুঃখ ও অস্বস্তি আমরা অনুভব করি না এমন নয়, আমরাই বরং এজন্য অধিকতর দুঃখিত। পাঠক মনে নৈরাশ্য ও বিরূপ ধারণার ক্ষতি ছাড়াও দফতরকে এজন্য আর্থিক ক্ষতির উপর ক্ষতির বোঝা বহন করিতে হইতেছে। কিন্তু আমরা নিরুপায়। বহু সমস্যা আমাদের এই পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ সঙ্কল্পকে ব্যানচাল করিয়া দিতেছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সমস্যা হইতেছে তর্জুমানের আদর্শের অনুকূল এবং মান-মাফিক প্রবন্ধের অভাব। আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও এবং উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিকের ঘোষণা প্রতিমাসে জানাইয়াও উপযুক্ত রচনা পাই না—এ কথা অতীব দুঃখজনক এবং লজ্জাকর হইলেও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। বিগত কয়েক মাস হইতে তর্জুমান সম্পাদক জনাব মওলানা শাইখ আবদুর রহীম সাহেবের অসুস্থতা এই বিলম্ব প্রকাশকে আরও অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছে। আশা করি আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহক বৃন্দ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মাফ করিবেন এবং দোওয়া করিবেন যেন আমাদের নিয়মিত প্রকাশের সঙ্কল্প আমরা শীঘ্র বাস্তবায়িত করিতে পারি।

এই প্রসঙ্গে খাঁটি ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ মননশীল বিজ্ঞ লেখকগণের খেদমতে আরয, তর্জুমান এক যুগের অধিককাল হইতে যে আদর্শকে সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরার প্রয়াস পাইয়া আসিতেছে, যে আদর্শের প্রচার কার্যে মরহুম হযরতুল আল্লামা তাঁহার অমূল্য জীবনকে তিলে তিলে কুরবান করিয়া অবশেষে অকস্মাৎ তাঁহার প্রিয়তমের আহ্বানে ফেরদৌসে-'আলার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিয়াছেন সেই আদর্শ যদি আপনাদের প্রিয় হয়, দুনিয়ার বুকে ইসলামের ডঙ্কা নিনাদিত করার, আল্লার প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে পাকিস্তানের সমাজ জীবনে, সাহিত্যে, তমদ্দুনে, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থায় রূপায়িত করার প্রাথমিক উপায় হিসাবে মুসলমানদের চিন্তা ও ধারণায় বিপ্লব আনয়নের প্রয়োজন যদি সত্য সত্যই অনুভব করেন, তবে যাহার বিদ্যা আছে, চিন্তা আছে, লেখনীর শক্তি আছে—আগাইয়া আসুন!

অনাচার প্রসারতার পরিণাম কোথায়?

প্রতিদিন খবরের কাগজ খুলিয়া ধরিলেই যে জিনিষ খুব বেশী করিয়া প্রতিটি নীতিবান লোকের চর্মচক্ষু ভেদ করিয়া মর্মমূলে আঘাত হানে তাহা হইতেছে দুনিয়া ব্যাপী অনাচার, অবিচার, অত্যাচার ও ব্যভিচারের ক্রমবর্ধমান সংবাদ। ইউরোপ, আমেরিকা, রুশ ও জাপানের ন্যায় বস্তুবাদী ভোগলিপ্সু জাতির অনুকরণে মধ্য প্রাচ্যের দুই একটি বাদে অবশিষ্ট সমুদয় মুসলিম রাষ্ট্রে এবং ইসলামী আদর্শ কায়েমের প্রতিশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে নীতিহীনতা, অনাচার ও ব্যভিচারের সয়লাব সমাজ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জীবনের প্রতিরন্ধ্রে কলুষ কালিমার যে প্রবাহ ছড়াইয়া চলিয়াছে তাহার পরিণাম কোথায়?

অনাচার প্রতিরোধে ইসলামী ব্যবস্থা

মানবজীবনের প্রকৃত শান্তি ও সার্বিক কল্যাণ এবং আত্মিক উন্নয়নের জন্য যাহা বিঘ্নস্বরূপ ও ক্ষতিকারক, ইসলাম তাহা গর্হিত ও পরিত্যাজ্য ঘোষণা করিয়াছে। চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, সুদ, জুয়া, মদ্যপান, যিনা, লওয়াতাৎ প্রভৃতি ইসলামে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ এবং উহার প্রসার প্রতিরোধকল্পে আখিরাতে কঠোর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন ছাড়াও শাসন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পার্থিব শাস্তি ব্যবস্থিত হইয়াছে।

এই শাস্তি ব্যবস্থার উদ্দেশ্য অতিশয় সুস্পষ্ট। উহা এই: (১) ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং মানব জাতিকে ব্যাপক ক্ষতি হইতে রক্ষা করা; (২) শাস্তি দণ্ডের ভয়ে অনাচারী ও অত্যাচারীদিগকে উক্ত ক্ষতিকর কাজ হইতে বিরত রাখা এবং (৩) ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে সর্বপ্রকার কলুষ-কালিমা, স্বার্থপরতা, পাশবিকতা ও অন্যায় ভোগ প্রবণতা হইতে মুক্ত এবং পূত-পবিত্র করিয়া আদর্শ মুসলিম সমাজ গঠনের মাধ্যমে জগতের বুকে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করা।

ইহা সর্বজনস্বীকৃত যে, যে সমস্ত মহান উদ্দেশ্য রূপায়নের জন্য পাকিস্তানের দাবী উত্থিত হইয়াছিল তাহার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য উপরোল্লেখিত অনাচার সমূহ হইতে সমাজ ও দেশকে মুক্ত ও পবিত্র করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অতীব দুঃখ এবং আফসোসের বিষয় এই যে, আযাদী হাসেলের সময়ে বৃটিশের পরিত্যক্ত পরিবেশে দুর্নীতি ও গর্হিত আচরণের যে অবস্থা ছিল আজ ১৮ বৎসর পর উহার ব্যাপকতা সমস্ত কল্পনার সীমা সরহদ ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপকতার পরিমাপ করা ও বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করি না। কারণ সকলের চোখের সম্মুখেই উহা কমবেশী প্রকাশমান। আমাদের প্রশ্ন শুধু এই, উহার প্রতিরোধে আমাদের কোন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন ও দায়িত্ব আছে কি না?

এই ব্যাপারে জনগণ ও সমাজকর্মীদের দায়িত্ব আমরা পূরাপূরি স্বীকার করিয়াও সরকারের বৃহত্তর দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। বর্তমান শাসনতন্ত্রেও এ দায়িত্বের কথা স্বীকৃত হইয়াছে এবং এজন্য একটি ইসলামী আদর্শ উপদেষ্টা পরিষদ, ইসলামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে।

ইনষ্টিটিউটের বিঘোষিত কাজ হইতেছে, "ইসলামী বিষয়াদি সম্পর্কে গবেষণা করা ও প্রকৃত "ইসলামী ভিত্তিতে মুসলিম সমাজের পুনর্গঠনে সহায়তা করার জন্য ইসলামী আইন মোতাবেক নির্দেশ দেওয়া" আর ইসলামী উপদেষ্টা পরিষদের কর্তব্য হইতেছে ইসলামী নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী পাকিস্তানী মুসলিমদের জীবন গঠনে সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহকে বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ জানানো এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়ে মতামত চাওয়া হইলে জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদ, প্রেসিডেন্ট কিংবা গভর্ণরকে পরামর্শ দান করা।"

উপদেষ্টা কাউন্সিলের সুপারিশ

দেশের প্রাসারমান দুর্নীতি, চুরি, জুয়া, শরাবখোরী, ব্যভিচার প্রভৃতি সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা কাউন্সিল বিগত জুলাই কিংবা আগষ্ট মাসে কতিপয় সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট সরকার সমীপে পেশ করেন। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত উক্ত রিপোর্ট সরকারী লাল ফিতার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকার পর বিগত ২০শে জানুয়ারী জাতীয় পরিষদের ঢাকা অধিবেশনে পেশ করা হয়। জনসাধারণ এবং তৎসহ আমরা উক্ত রিপোর্টের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে না পারিলেও এইটুকু জানা গিয়াছে যে, উপদেষ্টা পরিষদ একটি "ধর্ম বিষয় সংক্রান্ত সংস্থা" প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করিয়াছেন। রিপোর্টে যে সাতটি বিষয়ের সুপারিশ জানান হইয়াছে, তন্মধ্যে মাদকদ্রব্য সেবন, ঘোড় দৌড়সহ সর্ব প্রকার জুয়া খেলা এবং ঘুষ গ্রহণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিষিদ্ধকরণের সুপারিশ রহিয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, কোরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক সাধারণভাবে সর্বশ্রেণীর মদ্যজাতদ্রব্য—তাহা যত কম পরিমাণেই হউক নিষিদ্ধ। সরকারী ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপশন দানের পরও মাদক দ্রব্য হারাম। একজন সদস্যের ভিন্নরূপ অভিমত সত্বেও পরিষদের অপর সকল সদস্য মদ্যজাত দ্রব্য "বিয়ার" পানের নিষিদ্ধতার পক্ষেই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। উপদেষ্টা পরিষদ চোরের হস্ত কর্তন এবং যিনাকারীর জন্য কোরআনী হদ জারী করার প্রস্তাবও পেশ করিয়াছেন।

উপদেষ্টা পরিষদ উপরোল্লেখিত যে সব সুপারিশ জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাতে শরীআতের সুস্পষ্ট নির্দেশই ব্যক্ত হইয়াছে। শরীঅতের উক্ত নির্দেশাবলীর ভিতর অস্পষ্টতা অথবা দ্ব্যর্থবোধের কিছুই ছিলনা। সরকার ইচ্ছা করিলেই উহা নিজে নিজেই জারী ও কার্য্যকরী করিতে পরিতেন।

বলা বাহুল্য, উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ সমূহের প্রতি মুসলিম জনবৃন্দের পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। কারণ উহা ইসলামের মূল উৎস কোরআন ও হাদীসের অব্যর্থ বিধান। দেশের ক্রমবর্ধমান অনাচার, শোষণ, নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ও ব্যভিচার রোধ এবং পরিশুদ্ধ ব্যক্তিজীবন ও শান্তি-সমৃদ্ধ সমাজ জীবন যাপনের জন্যও উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন অবশ্য-কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমরা জানি, চুরি ও ব্যভিচারের শরীঅত নির্ধারিত শাস্তিকে আজিকার "সুসভ্য" জগতে বর্বরতা বলিয়া উল্লেখ করার লোকের অভাব হইবে না। কিন্তু একথা সরকার, আইন পরিষদসমূহের সভ্য, জ্ঞানী ও চিন্তাবিদগণের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আমাদের দেহের কোন অংশে পচন ধরিলে অপারেশনের দ্বারা উহার সংশোধন এমনকি উহা কর্তিত করিয়া ফেলিতে আমরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না। একটি দেহের বেলায় যদি ইহা সুসঙ্গত ও সুসমীচীন প্রতিপন্ন হয় তবে সমাজ দেহের দুর্গন্ধময় পচন সমাজের সুস্থ্যদেহের অপরাংশে সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য উহা সুসঙ্গত বিবেচিত হইবেনা কেন? এই প্রসঙ্গে চৌর্য্য বৃত্তির জন্য চীনে মৃত্যুদণ্ড এবং সউদী আরবের শরীঅত-মোতাবিক হস্তকর্তনের ব্যবস্থা বাস্তবায়ন এবং উহার চমৎকার সুফল তথা শান্তির আবহাওয়ার কথা বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। অপর পক্ষে বিলাত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অসংখ্য লোমহর্ষক চৌর্যাপরাধ বৃদ্ধিপ্রাপ্তি এবং সমাজ জীবনে উহার অশুভ ও ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির কথাও ভাবিয়া দেখা উচিত।

সরকার উহার মনোনীত সদস্যগণ দ্বারা গঠিত উপদেষ্টা কাউন্সিলের সুপারিশ কি ভাবে এবং কতদিনে গ্রহণ করিবেন—না আদৌ করিবেন না তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে যাহাদের মাধ্যমে উহা কার্যকরী হইবে তাহারা অবসর বিনোদনের জন্য ক্লাব ও 'বার' সমূহকেই যদি গুলজার করিতে থাকেন আর দারিদ্র-ব্যথিত শোষণ-কবলিত ও উৎপীড়ন জর্জরিত মানবের অন্তর-হাহাকার যদি কোন আবেদন তাহাদের অন্তরে জাগাইতে না পারে, তবে অবস্থার পরিবর্তনের আশা দুরাশায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য।

—মোঃ আবদুর রহমান

তর্জুমান সম্পাদকের জন্য দোওয়া

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, তর্জুমান সম্পাদক জনাব অধ্যাপক মওলানা শেখ আবদুর রহীম সাহেব এখনও ব্লাডপ্রেসার ও আনুষঙ্গিক রোগে শয্যাশায়ী রহিয়াছেন। তাঁহার শীঘ্র পূর্ণ রোগ মুক্তির জন্য সকল মুসলমান ভাইদের খেদমতে দোয়ার আবেদন জানাইতেছি এবং আমরাও দোওয়া করিতেছি ঃ

اللهم اشف انت الشافي لا شفاء
الا شفاء لك شفاء لا يغادر سقما ـ

www.ahlehadeethbd.org